

ফুলের ফসল

৳০৪
B/252 (A)
৩৮৪
CALCUTTA TRAINING SCHOOL LIBRARY
7271
S.18

দীওয়ান্-এ-জের্-উন্-নেসা

= ফজলুর রহমান =

প্রকাশক—আব্‌দুল বারি এম-এ, বি-এল ;
গোরাবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

West Bengal
27.1.94
7715

প্রথম সংস্করণ—মূল্য পাঁচসিকা

মোহাম্মদী প্রেস
প্রিন্টার—মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
৯১ নং আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE. BANIPUR.
CALCUTTA TRAINING SCHOOL LIBRARY

উপহার

....

....

....

কবি নজ্‌রুল ইস্‌লামের

—করকমলে—

28. CHOWRINGHEE ROAD.
CALCUTTA.

দীউয়ান-এ-শেম্স্-উদ্-তব্রেজের বাংলা
অনুবাদ সুন্দর হয়েছে। পড়ে খুসি
হলেম। এবং তোমাকে আমার
আশীর্ব্বাদ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২ ফাল্গুন
১৩৩৮

মোগল বাদশার যুগ আর নাই! কিন্তু আজো সে বাসি যুগের ঝরা ফুলের টাট্‌কা সুরভি ভেসে আস্‌চে যেনো মানব-মনের ধারা বেয়ে! হেরেম্‌-বাগের ফুলকুমারী জেব্‌-উন্‌-নেসা। এই নিষ্পাপ পুষ্পটিরে ঘিরে কতো উপাখ্যান-প্রবাদের ছোটো-বড়ো পরগাছা গজিয়ে উঠেচে। কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য্য তাদের অকরুণ ছায়ার আড়ালে আরো স্পষ্টতরো, সুগন্ধ তা'র আরো মধুরতরো! ঐতিহাসিকের পরিচয় জেব্‌-উন্‌-নেসার সাথে, পিতা-আওরঙ্‌জীব্‌ ও তাঁ'র বাদশাহীর মারফতে। আমার সহজ সরল পরিচয় তাঁ'র সাথে তাঁর দীওয়ানের চোখের জলের শিথায়। বাদ্‌শাজাদী জেব্‌-উন্‌-নেসা মরজগতে নিশ্চিহ্ন! কিন্তু প্রতিভা দীপ্তা কবি জেব্‌-উন্‌-নেসা কাব্য-জগতে হয়তো আজো অমর। তাঁ'র দীওয়ান্‌ সম্বন্ধে অনেকের অনেক মতবাদ ও মতভেদ আছে। সে সব মতবাদ ও মতভেদ আমার বিষয়-বস্তু নয়। দীওয়ানের বেদনা-অশ্রু অনুবাদে রূপ দেওয়াই আমার লক্ষ্য। তবে আমি যে পঞ্চাশটি গজলের অনুবাদ ক'রেচি তা'র এক একটি গজল কুমারী জেব্‌-উন্‌-নেসার বেদনার মূর্ত্ত রক্তকমল ব'লে মনে হয়। এ অনুবাদ আমি মূল ফারসী থেকে ক'রেচি।

ডান্‌কান্‌ সাহেবের ইংরেজি অনুবাদ আমায় সহায়তা ক'রেচে ঢের। অনুবাদে কাব্যের মর্ম্মরস অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে যথাসাধ্য প্রয়াস পেয়েচি। আমার সে-প্রয়াস কতদূর সার্থক হ'য়েচে তা'র বিচার ভার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার ওপর। দীওয়ান্‌ কাব্যের বড়ো দর্শন—দুঃখকে উপেক্ষা ক'রে সুখের অনুসন্ধান নয়, বিপুল দুঃখের গহীনতায় চিরসুখের পরিসমাপ্তি।

অনুবাদ কার্য্যের দেড় বছরের পরিশ্রম সকলের সম্মুখে এ কাব্য প্রকাশ ক'রে সার্থক হ'তো না, যদি পিতৃতুল্য শ্রদ্ধাস্পদ মৌলভী আব্‌দুল গোফুর বি-এ ও মৌলভী আব্‌দুল বারি এম-এ, বি-এল সাহেবানের অর্থ সাহায্য না থাকৃতো। বন্ধুবর ডাঃ জয়নুল আবেদীন্‌ এম-বি সাহেবের সহায়তা অনেক। সর্ব্বোপরি আমার অন্যান্য বন্ধুবর্গের উৎসাহ আমাকে এ কাজে ব্রতী ক'রেচে। আমি তাঁদের সকলের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট আশীর্ব্বাদটুকুর গুরুভারে আমার সারা মন-প্রাণ শ্রদ্ধাবনত।

বিনীত—

কারমাইকেল হোষ্টেল, ক'ল্‌কাতা
২৪, ফাল্‌গুন, ১৩৩৮।

ফজলুর রহমান

দীওয়ান্-এ-জেব্-উন্-নেসা

দীওয়ান্-এ-জেব্-উন্-নেসা

সবার আগে তারেই নমি'—যার করুণা-উৎসজল
মোর বাগিচা-বক্ষে, হেরি, ফোটায় রাঙা গোলাব-দল!
তাঁহার প্রেমের 'হাম্দ্-নাতে' হোক্ সে শুরু আমার গান,
ফুলেল্ হ'য়ে উঠুক্ তাহা, মধুরতরো দীপ্তিমান!

তোমার প্রেমের ঝর্ণা লাগি' আমার দেহ আমার মন
আজ পিয়াসী; 'মন্সুরের'ই মতন যেনো সর্ব্ব'খন
আকুল কাঁদে সকল কণা আমার দেহ-মৃত্তিকায়,
তা'রাই তব অংশ বুঝি, তুমি তাদের যোগ-মায়ায়!

জীর্ণ-ভাঙা 'মানব'-তরী, ভাস্‌চে কেহ ডুব্‌চে কেউ
অসীম আয়ু-সাগর-জলে ; বক্ষে দোলে প্রেমের ঢেউ,
হাজার 'নোহ্' তূফান থেকে রক্ষিতে কি পার্‌বে আর
প্রেম-তলানো আত্মাটিরে ? মগ্ন সে যে, জল পাথার !

আমায় নিয়ে উড়্‌বে নভে আঁধার-পাখী—ভৃত্য দাস,
'সোলেমানে'র কম কি হবো পরাও যদি প্রেমের ফাঁস ?
কাঁদ্‌বে না আর বেহাগ সুরে আমার বাণী-কণ্ঠ-রাগ,
আমার চোখে অশ্রু সে যে মুক্তা—বুকের রক্ত-দাগ !

সকল ব্যথা সকল জ্বালা 'মখ্‌ফী,' তুমি হও নীরব,
নাই এ-ব্যথার শেষ-সীমানা, সইতে তোমা হ'বেই সব !
বন্ধ কারা ভাঙ্‌তে হবে, ছাড়্‌তে হবে মোহের সাথ্,
'খিজর্' তবে আস্‌বে পরে আস্‌লে মধু-প্রেমের রাত ! ॥১॥

দয়াল ওগো, তুমিই সবে সৃজন্ করো অমর্-মর্,
তোমার বুকে—শান্তি-নীড়ে বাঁধ্চে তা'রা সুখের ঘর ;
মেলুক সবার বক্ষে যেন আশার নব আলোক-দল—
জ্বাল্লে যে দীপ আপন হাতে—দীপ্ত শিখা করোজ্জ্বল !

তোমার দয়া-মন্দাকিনী আবেগময়ী নিতুই বয়,
মোদের বুকে প্রেম যে তারি আবর্ত্তনে ফেনিল্ হয় ;
ঊর্দ্ধে তুমি, দেখ্চো সবি, ঝর্চে মাথে আশীষ-ধার,
ধন্য করো 'মোহম্মদে', আর যা শুভ কর্ম্ম তা'র !

মক্কা মাঝে মস্জিদে সে তীর্থ-পথিক্ 'সিজ্দা' দেয়—
কিংবা কোনো মন্দিরে গে' মনের ক্ষুধা মিটিয়ে নেয়,
কিন্তু তুমি আমার জানি, ওগো আমার জীবন-ধন !
সকল খানে এক-ই তুমি, শাশ্বত ও চিরন্তন !

রঙীন্ উষা সালাম করি, চোখের জলে মন ভিজায়,
বক্ষ হতে নিত্য যেথা জ্বল্‌চে হিয়া প্রেম-শিখায়—
উঠ্‌চে কেঁপে উঠ্‌চে শুধু একটী ব্যথা-দীর্ঘশ্বাস,
মোর কামনা-দর্পনে যা দেখ্‌চি আমি বর্ষ-মাস !

চোখের পানি দাও আমারে, মখ্‌ফী ওগো বন্ধু মোর,
আমার বুকের দহন 'পরে ঢালো তোমার অশ্রুলোর,
বুকের জ্বালা যায়না সহা, তীব্র ব্যথার চাবুক-ঘা'য়
নিশ্বাসের এ-পথটী দিয়ে অগ্নি-ঝলক্ উঠ্‌তে চায় ! ॥২॥

মন-ভুলানো বন্ধু আমার, দেখ্‌চো না কি বিশ্বময়
দিল্-বিজয়ী নিশান তব লাখো মানুষ কর্‌চে জয় !
দেখ্‌চো না কি সত্য তব বাতাস মুখে ছুট্‌তে চায়,
আরব ঈরান ? কোথায় তা'রা ? লুটায় তব রাতুল পায় !

সদ্য-ফোটা ফুলের মতো শিরীন্ রাঙা ওষ্ঠাধর
লক্ষ জ্ঞানের মুক্তাধারা ছুট্‌চে সেথা নিরন্তর !
শুধুই তাহা মানুষ কেন ? লাখো বাগের পক্ষী সব—
ঝ্‌চে তা'রা মাতায় ধরা, কর্‌চে তা'রা তোমার স্তব !

প্রেয়সী গো, তোমার রূপের পান করেচি পাত্রখান—
বিশ্ব রূপের ঝর্‌ণা-ধারা সে-রূপ দেখে মুহ্যমান !
বন্দী তব রূপের জালে, কা'র ওপরে কর্‌বো ভর ?
কেমন ক'রে চল্‌বো আমি এক্‌লা তব পথের'পর !

কেমন ক'রে রিক্ত প্রাণে তিক্ত দুখের হুতাশ-বাণ
হান্‌বো আজি আপন হাতে ? নাই কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান ?
রক্ত ছোটে ফিন্‌কি দিয়ে বুকের ক্ষতে, শান্তি নাই !
প্রেম যে নিঠুর হত্যাকারী, তা'র কাছে কি রক্ষা পাই ?

দেখ্‌চো আমার বক্ষ বেয়ে ছুট্‌চে ঝরা-লহুর বান,
এ মোর ব্যথা, হিয়ার হ্রদে, রক্ত কমল মূর্ত্তিমান !
ইচ্ছা ক'রে সকল কাঁটা গেলাম স'য়ে আমার পায়,
ফুট্‌চে কাঁটা গোলাব হ'য়ে রক্ত-রাঙা চরণ-ঘায় !

মখ্‌ফী, যদি 'কাবা'র দ্বারী বন্ধ করে দ্বারটি তা'র,
তোমার তরে শ্রেষ্ঠ কাবা নাইকো কোনো ভাবনা আর !
প্রিয়ার চোখে চোখ মিলায়ে চাহো তাহার গুল্‌-বদন,
দেখ্‌বে সেথা মধুর কাবা, যাচ্‌বে প্রিয়া প্রেম-সদন ! ॥৩॥

বিশ্ব-ঘুরা পবন-পাখী, পরশ-পরাগ ছুই পাখায়—
রাঙিয়ে দিলো সকল হিয়া তোমার রূপের আল্‌পনায় !
পরাণ আমার শিউরে ওঠে,—বিধুর ব্যথা মধুর হুল
বিঁধ্‌চে সেথা গন্ধ-সাথে—বিলায় যাহা খোঁপার ফুল !

তাই তো আমি রইনু ব'সে, সাম্‌নে কালো দুখের রাত,
অনেক-চাওয়ার একটু দেখা হয়তো পাবো তোমার সাথ।
পিয়াসী মোর চক্ষু-চাতক কাঁদ্‌চে সদা—'ফটিক্ জল্',
তোমার রূপের স্বচ্ছ ধারা রইবে কি গো অচঞ্চল!

CALCUTTA TRAINING SCHOOL LIBRARY

আঁধার ধরায় জ্বল্‌চে আলো তোমারি রূপ-বর্ত্তিকায়,
নানান্ পথে চল্‌চে মানুষ খেয়াল টানে আজ সেথায়!
কেউ বা চলে স্বর্গ-লোভে—যাহার কোনো অর্থ নাই,
কেউ বা ভয়ে মনের ভুলে; বুঝ্‌লো তা'রা ভাগ্যটা-ই?

যাহার খোঁজে ঘুর্‌চে তা'রা বুঝ্‌চে না সে রয় কোথায়—
বাইরে চলে ঝগড়া-ঝাটি, চুপ ক'রে সে হৃদ্-ছায়ায়!
দিবস-রাতি কেবল তা'রা, পথ চলাটা ভাব্‌লো সার,
—আসল কথা বুঝ্‌চো কিছু? সবার তরে চাই বিচার?

'স্বর্গ-জ্যোতি' রাখ্‌লে ধ'রে তোমার তনু-মাটির জাল—
মিথ্যা তাহা ; তুমিই জ্যোতি যেদিন থেকে সৃষ্টি-কাল !
চোখের জলে যায় না দেখা ঝাপ্‌সা যেন ঠেক্‌চে সব,
হাতের বাঁশী রইলো হাতে, শুন্‌চি দূরের বাঁশীর রব ! ॥৪॥

প্রেম-সরণি, এই যা দেখো—দীর্ঘ, ঘন অন্ধকার,
হাজার গলি আঁকা-বাঁকা ফাঁদ যে পাতা মধ্যে তার ;
ছুট্‌চে সেথা মূর্খ-মানুষ, বাগ্ মানে না, নাইকো জ্ঞান,
কপোত সম প'ড়্‌চে ফাঁদে, বুঝ্‌চে সে কি যাদুর টান ?

কোন্ সে মায়া-শস্য-কণা ? কোন্ কুহকী জালের মাঝ
টান্‌চে সবে এমন টানে ? মর্‌চে ঘুরে এম্‌নি আজ ?
প্রিয়ার গালে তিলের দানা—ইহাই যাদু ; সৃষ্টি কা'র ?
দুল্‌চে ঘন চিকণ-কালো কেশের ফাঁসে চমৎকার !

আজকে হেথা ধরার বুকে পান-পেয়ালা-মহোৎসব
চ'ল্‌চে বহু ভ'র-পেয়ালা ; যেমন পারো চালাও সব !
পান ক'রে নে তামাম্ ক'রে, কিসের তরে কর্‌চো ভয় ?
শুন্‌চো না কি আকাশ-বাণী—'তোমার নেশা মিথ্যা নয়' !

সহজ এ-তো দীর্ঘশ্বাসে উর্দ্ধপানে তুল্‌তে হাত !
বুকের ব্যথা ক'র্‌তে খালি বিশ্ব করে অশ্রু পাত !
মুখের হাসি বুকের ব্যথা করুক সুখে আলিঙ্গন,
নীরব হ'য়ে শারাব পিয়ো, দুখের কথা বল্‌বে'খন !

ধরার মাঝে ঝর্‌ণা-আলো, তুমিই খাঁটি একটি 'নূর্'
জ্যোতির জ্যোতি শ্রেষ্ঠ মণি, চির রূপের স্বপ্ন-পুর !
পাহাড় হ'তে নাম্‌লো যবে মুখে জ্যোতি-রূপ 'মুসা'র
তাহার চেয়ে উজলতরো দীপ্তি-ভরা মুখ তোমার !

আমেজ-মাখা রাতের নেশা ঊষা নিতুই কর্জ্জ নেয়—
বিদায়-শেষে আবার সে যে রাতের চোখে স্বপ্ন দেয়!
মনের মোহ যায় না টুটে কাট্‌চে সুখে রাত্রি-দিন,
পেশা তাহার শারাব-খোরি, ধার্‌বে সে কি অন্য ঋণ?

মখ্‌ফী, তুমি ব'ল্‌তে পারো—জল্‌সা বসে আজ কোথায়?
নাচ্‌নী পরি কোথায় তা'রা? সময়টা যে অম্‌নি যায়!
ভুল ক'রো না, হিয়ার মাঝে নেশার মেলা সর্ব্ব'খন,
মনের কোণে ছ' কাণ পেতে উৎসবীদের কণ্ঠ শোন্! ॥৫॥

রত্ন-কোষে ছিল যা' হায়, লোপাট্ হ'লো কোথায় মোর,
অভাগ্য যে এম্‌নি আমি, কোথায় ছিল নিঠুর চোর!
আজকে তুমি কাঁদ্‌চো বৃথা, খুইয়ে পুঁজি নিঃসম্বল,
আপন দোষে সর্ব্বহারা, কিসের তরে চক্ষে জল?

আপন হাতে দিলাম জ্বেলে বেদীর তলে হোম্-অনল,
জ্বল্‌লো তাহে হিয়ার মাঝে প্রদীপ শিখা, নীল গরল।
সকল দেহ দহন ক'রে আজকে তাহা জ্বল্‌তে চায়—
মর্‌চি পুড়ে দিবস-রাতি, ক'র্‌বো কি-যে, নাই উপায়!

ইচ্ছা করে ক'ল্‌জেটাকে পুড়িয়ে দিয়ে ক'র্‌বো ছাই;
মিট্‌বে তা'তে সকল জ্বালা, যাবেই চুকে সব বালাই!
তোমার প্রেমের শীতল জলে আজকে শেষে দিলাম ঝাঁপ,
শান্তি তবু পাই বা যদি জুড়িয়ে শত মনস্তাপ!

ভরা প্রেমের গহীন নদে আমার 'আমি' তলিয়ে যায়,
ক্লান্ত দেহ—অনেক বোঝা, আর কি জলে ভাস্‌তে পায়?
ডুব্‌লো আজি সাগর মাঝে, অপার সে যে অথই জল,
ঊর্ম্মি-বুকে উঠ্‌চে দুলে, অতলে তা'র পায় না তল!

হৃদয় ছিল শুষ্ক মরু, শূন্য পুরী-শোকের বাগ্,
প্রেম যে কবে মুঞ্জরিল, গুঞ্জরিল মধুর রাগ !
হৃদ্-শাহারা শ্যামল হ'লো, ফুট্‌লো কত গোলাব ফুল—
রূপ-ঝরা সে স্বর্গ-বীথি, মর্ত্ত্যে তাহার নাইকো তুল্ !

ইচ্ছা আমার মনের মতো বাঞ্ছা যত পূর্ণ হোক্ !
গাক্‌না সুখে প্রেমের গাথা আমার সারা দুঃখ শোক !
আমার বুকে বেদন-বীণা বাঁধুক নব রঙীন্ সুর,
'দায়ূদ' সম হর্ষ-সুখে গাহুক শত গান মধুর !

নিত্য আমি পক্ষী সম খুঁজ্‌চি বৃথা সোণার শীষ্—
সংসারেরি শস্য-ক্ষেতে, কোথায় যে তা'র নাইকো দিশ্,
শস্য কোথা ? বক্ষটি তাই পূর্ণ করে অশ্রুজল,
ঝুর্‌চে আঁখি অঝোর ধারে—ব্যথা-বারির বন্যা-ঢল !

তোমরা জ্ঞানী, স্ফূর্ত্তি করো নেশার হাটে নওরোজের
পান ক'রে নাও চুমুক দিয়ে, মিল্‌বে না কো সুযোগ ফের।
আমার টুকু শেষ ক'রেচি, এখন পূরা নেশায় টোর্,—
পুণ্য-লোভী, দেখিস্ যেন ভাগ্‌টি খোয়া যায়না তোর!

নেশার ঘোরে মখ্‌ফী তব নয়ন দু'টি তন্দ্রালস,
শেষ হ'লোনা গানের পালা, রইলো সবি আঙুর-রস!
পরাণ তব পড়্‌চে নু'য়ে, বুকে নেশার পাষাণ-ভার,
খানিক তা'রে ঠাণ্ডা করো, নামাও এবে পান্-আধার! ॥৬॥

ছায়ায়-ঘেরা জলের ধারা যেমন ক'রে চম্‌কে যায়,
ফাগুন দিনে পাতার ফাঁকে আলোর মৃদু চরণ-ঘা'য়,
তেম্‌নি আমার শোণিত-মাঝে প্রেম যে তব দিচ্ছে দোল্—
হৃদয়-বীণে উঠ্‌চে বাজি' পীযূষ-গীতি, মধুর রোল্!

পরাণটিরে ঠুক্‌চি সদা যেন পাথর চক্‌মকীর,
আঘাত খেয়ে ছিট্‌কে ওঠে অগ্নি-মাখা ফুল্‌কি-তীর !
ঝিলিকে তা'র দেখ্‌চি আমি দীপ্তি-ছটা চমক্‌দার্
তোমার প্রেমের উজল্ ভাতি—রঙীন্ ছবি কল্পনার !

ধর্ম্ম-ভীরু, চাওকি ভালো ? হেথায় এসো, দেখ্‌তে পাও
মোদের বুকে আগুন জ্বলে ? খেয়াল ক'রে বারেক চাও !
তোমার যদি আসল দু'টি চক্ষু থাকে, দেখ্‌বে ভাই,
'সিনাই'-চূড়ে নূরের শিখা, তা'র সাথে এর তফাৎ নাই !

পানশালাতে ঢুকেই পড়ো ! তৈরী সবি সরঞ্জাম্,
দু'-এক দফা নাওনা ঠুকে ?—পূর্ণ-করা মদির-জাম্ ;
দেখ্‌চো না কি কাঁদ্‌চি আমি ঝর্‌চে লোনা জল-শারাব্
চোখ-পেয়ালা পূর্ণ করি, নসীব হ'লো তা-ও খারাব !

আজকে আমি মত্ত পানে, আকাশ হ'তে রঙীন্ খা'ব
ঝর্‌চে শত তারার মতো, চোখ-মুখে তা'র স্পষ্ট ছাব !
স্বর্গে কি সে ধরায় আছি, ব'ল্‌তে পারা কঠিন দায়,
মদির-জ্বালা রক্ত সম প্রবল ছোটে বক্ষটায় !

জগতটা তো সেরেফ্, দেখি, দুখের ঘন গহীন বন !
কামনা—এক সিংহ পশু—ঘুর্‌চে সেথা সর্ব্ব'খন ;
তারি সনে লড়্‌তে হ'লে চিত্ত-খাঁটি—অস্ত্র চাই,
শিকারী হে, শিকার বুঝে ক'র্‌বে তব লক্ষ্যটাই !

পরাণ আমার গান গেয়ে আজ স্ফূর্ত্তি বহু লুট্‌ছে বেশ,
হায় তা'রে কি 'কু'-পিশাচী কণ্ঠ টিপে কর্‌বে শেষ !
আমার যত সুখের গীতি আর যা' খুশী-ভাবনা মোর—
পুড়িয়ে বুকে সকল আশা জ্বাল্‌লো চিতা-অগ্নি ঘোর ! ॥৭॥

মধুর দিঠি-প্রদীপ বেয়ে, গ'ল্‌চে তব রূপ-অনল,
পরাণ সখা! বল্‌বো কি তা? দেখ্‌চি সে তো ভাগ্য-ফল!
মহৎ তব দানের তরে এ-মোর অতি ক্ষুদ্র বুক,
পার্‌বে দিতে জীবন ভ'রে ধন্যবাদের অর্ঘ্যটুক্?

ধার্ম্মিকেরা আৎকে ওঠে, দেখে তাদের চক্ষু স্থির,
ঝালর তব অলক তরে বিশ্ব-চোখে অশ্রু-নীর!
হৃদয় মম চূর্ণ হ'লো, চোখের জলে কূল হারায়,
তোমার চোখা আঁখির বাণে বিদ্ধ আমি হায় গো হায়!

তোমার রাঙা চরণ-তলে গর্ব্ব মম হোক্ সে চুর্,
গরবিনী! বল্‌চো তবু নইকো কাছে অনেক দূর!
মখ্‌ফী তুমি 'মজনু'-সম হা-হুতাশে ভর্‌চো বুক,
প্রিয়ার লাগি দুঃখ সহা, তাই যে তব চরম সুখ! ॥৮॥

সাকী আমার, শারাব ঢেলে জল্‌দি করো দিল্‌টা 'তর্' ।
চন্দ্র-দেহ পাত্রে ঝলে' মদির-রাঙা রবির কর !
রাত্রি ভোরে প্রভাত যেমন আঁধার-ফাঁকে প্রকাশ পায়,
ধূসর তব সুরাই হ'তে মদের ঊষা ছল্‌কে যায় !

দেখ্‌চো সখা, কেমন আজি পরাণ আমার ভাগ্যহীন,
বুকের ব্যথা প'ড়্‌চে গ'লে চোখের পাতে রাত্রি দিন !
ভাব্‌চি আমি কেমন ক'রে এ-সব থেকে রক্ষা পাই,
আর কি যে বা রইলো বাকি ? সকল পুড়ে ভস্ম-ছাই !

জেনেছিলাম—তোমার কথা সত্য নহে মিথ্যা বই,
ভূয়া কথার ধর্‌বো ধূয়া এমন আমি বেকুফ্ নই !
কেনো আমার জন্ম হ'লো সইতে এতো নিঠুর ছল !
চোখের দেখা পেলাম নাকো, এই কি শেষে ভাগ্য-ফল !

আমোদ করো মখ্ফী তবু, এক-ঘেয়ে তো জীবন নয়,—
কালের চাকা-ঘুর্ণিপাকে ভাগ্য ওলট-পালট হয়।
মৃদু মলয় বইচে যাহা হয়তো তা'রি ঝাপ্টা-ঘা'য়
নিব্‌তে পারে জীবন-বাতি,—জ্বল্‌তে পারে প্রতীক্ষায়! ॥৯॥

চাইনা আমি বরাত ভালো, চাই নিরালা কুঞ্জছায়,—
এক লহমার সময়টুকু যেথায় সুখে কাট্‌তে পায়।
মর্ত্ত্যে বসি' স্বর্গ রচি' ভুল্‌বো যতো ব্যথার দুখ,
নিমেষ তরে ঘুমিয়ে প'ড়ে প্রিয়ার বুকে লুকিয়ে মুখ!

মলয়-দোলা কানন-মাঝে দুল্‌চে রাঙা গোলাব ফুল,
বুল্‌বলি সে চুম্ দিয়ে তায় ঘুম পাড়ালো আজ বেভুল!
বুঝ্‌বে সে কি মালীর ব্যথা? তারি দুখের হুল-কাঁটায়,
শিশু-ফুলের মিষ্ট হাসি কানন-বুকে রোজ ফোটায়?

রূপ মরে না অমর তাহা,—তীক্ষ্ণ রবি-করের শর—
বিঁধ্চে এসে হাজার স্রোতে সৃষ্টি যতো ধরার 'পর ;
জিয়ন-কাঠি-পরশ পেয়ে শিউরে ওঠে আয়ুর নীপ্,
উঠ্চে জ্ব'লে প্রেমের শিখায় সবার বুকে প্রাণ-প্রদীপ্ !

CUTTA TRAINING ... LIBRARY.

তোমার যতো আশীষ-ধারা ঝরুক্ সবি মোর মাথায় ;
দেখ্চো তুমি শক্তিহীন এ, কাত্রে মরে ব্যথার ঘা'য় !
এম্নি ক'রে তলিয়ে যাবো নাম-ডুবানো সাগর-মাঝ ?
বিধান তব হাতের তলে, রক্ষা করো আমায় আজ !

যাদের কাছে মন্দ-ভালো—তা'রাই রাখে বুদ্ধি জোর—
মানুষের এ-জীবন-পাতে—আঁধার-আলো—মানিক-জোড় !
তা'রাই জানে টাট্কা যা তা হচ্ছে বাসি দু'দিন পর,
শীতের ঝরা শীর্ণ ফুলে সাজে ফাগুন-কানন-বর !

ভালোবাসার দুখের পথে কর্‌চো প্রিয়া-অন্বেষণ ?
মজ্‌নুঁ-সম মরুর বুকে রৌদ্র-জ্বালা-আস্বাদন
কর্‌তে হবে ; ভাব্‌না কেন ? মৃত্যু জীবন হোক্ না ভুল !
অসীম প্রেমের সাগর-জলে খুঁজ্‌চো বৃথা বুকের কূল !

উড়্‌তে শিখে কেবল ছোটো বিহগ-শিশু জালের মাঝ
প'ড়্‌লো ধরা অলক্ষিতে ; মখ্‌ফী তুমি তেম্‌নি আজ
প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে গেলে ; নরম ডানা মেল্‌তে চাও ?
পড়্‌বে ভেঙে, মূর্খ তুমি, বুঝ্‌লে নাকো ভাগ্যটাও ! ॥১০॥

জাগো, আমার পরাণ জাগো, জাগ্‌লো মধু মাসের গান,
নার্গিসী ফুল ওষ্ঠ-তূণে পূর্ণ করে গন্ধ-বাণ !
সাকী, তোমার পাত্র কোথা ? লে আও আজি, জল্‌দি চাই,
নেশা-পাগল পরাণ দেখো, ব'ল্‌চে শুধু—সময় নাই !

ধূলি-ধূসর পান্-পেয়ালা কায়্কোবাদ্ ও জাম্শেদের,
কই তো কেহ মনের ভুলে নাম করে না আজ তাদের !
বাদ্শা ছিল সত্যি তা'রা, নাইকো আজি তিল্ নিশান্,
লুপ্ত হ'লো মাটির গোরে, বাজ্চে কালের লয়-বিষাণ !

আজকে ভোলা-পথিক মোরা চল্চি সবে, মনের ভুল—
জীবন-চোরা বালুর চরে, নাই কিনারা নাইকো কূল ;
নিতুই হেঁটে ক্লান্ত চরণ, কোন্ সুদূরে কোথায় যাই,
মনের কোথা তীর্থ হবে, তা'র যে কোনো চিহ্ন নাই !

ওগো আমার নিঠুর প্রিয়ে, ফিরাও কেনো ও-চাঁদ মুখ ?
চরণ-তলে হচ্ছি হত, বুঝ্লে নাকি ব্যথার দুখ !
জীবন সে তো তুচ্ছ জানি, মৃত্যু ছাড়া নাইকো পার,
এ-মোর পানে কেবল তুমি চাইবে কিগো একটী বার !

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR
West Bengal
27.1.94
7715

মনপূজারী রূপ-পিয়াসী, খুঁজ্‌চে কারে সব সময় ?
খুন্-চোঁয়ানো পুষ্প-দলে কোন্ দেউলে বিশ্বময় !
কেউবা খোঁজে মস্‌জিদে, কেউ গহন বনে বাইরে তা'র,—
মখ্‌ফী তুমি কিসের তরে বক্ষে পূজো মূর্ত্তি কার ? ॥১১॥

এই জীবনে আমার হেথা ছিল অনেক বন্ধুজন,
তা'রাই ছিল সাথের সাথী দুঃখে সুখে সকল'খন।
আজকে কেহ নাইকো তা'রা, আপন যারা সবাই পর ;
শূন্য মনের ছায়া-তলে এক্‌লা কাঁদি, নাই দোসর !

চল্‌চি আজি এ-পথ বেয়ে,—বিবেক কড়া হুকুম-দার,
ভিন্ পথে সে ভুল ক'রেও চল্‌তে নারে মন আমার !
কাঁটার বনে হাতছানিতে ডাক দিয়ে সে আঙ্গিনায়,
কুড়িয়ে নিলে আঁচলখানি রূপের লীলা ভঙ্গিমায় !

CALCUTTA TRAINING ... LIBRARY

প্রেম হে নিষাদ, তীক্ষ্ণ তীরে পূর্ণ তব গোপন তূণ ;
তাজা বুকের রক্ত পিয়ে ক'র্লে কতো মানুষ খুন্ !
তা-ও কি তব সাধ মেটে না ? ধন্য তুমি, ধন্য ব্যাধ,
বিচার দিনে খোদার কাছে নাই মানুষের বাদ্-বিবাদ !

আর কতো যে এম্নি ভাবে প্রিয়ার খোজে রইবো লীন্,
নাইকো বেলা অবেলা আজ মিল্‌বে কি তা'র পায়ের চিন্ ?
মখ্‌ফী যদি প্রিয়ার খোঁজে হাত্‌ড়ে মরো ম'জিদ্-ঘর,
সাম্‌লে ফেলো চরণ ছ'টি, নইলে পাখী মেল্‌বে 'পর্' ! ॥১২॥

আধার রাতে জ্ব'ল্‌লো কবে সিনাই-চূড়ে 'খোদার নূর',
সে-সব নিয়ে তর্ক ক'রে আপনারে কি টান্‌বো দূর ?
জগত সে তো ব'ল্‌বে খাঁটি—ও-সব যতো ভুল-কথন,
সত্যি বলি',—কিন্তু ও-তে টল্‌বে নাকো আমার মন !

তপ্ত হিয়া বুকের মাঝে সৃষ্টি করে প্রস্রবণ,
হয়তো তাহা ক'র্‌বে আজি তরল-অনল উদ্‌গীরণ্ !
ধ্বংস-ক্ষুধা প্রবল এতো, নীল দরিয়ার অগাধ-জল
বিন্দু সম তাহার কাছে ; নিব্‌বে তাহে ভীম্-অনল !

পাপের পাঁকে ডুব্‌চি সদা, পশ্‌চি শেষে পাতাল-তল ;
চল্‌চে দেখি ভিড় জমিয়ে মক্কা-পথে যাত্রী-দল ;
বৃথাই শুধু বৃথাই আমি ক'র্‌চি মিছে অশ্রুপাত,
খোদার প্রিয় 'ইব্রাহিম'ও পার্‌বে সে কি ধ'র্‌তে হাত ?

দেখ্‌চি এ-কি জলের ধারে এলাম আমি ভোর বেলায়,
ঢেউ-পাখীরা পাখ্‌না মেলে জলের নীড়ে ফির্‌চে হায় !
আমার বুকে অগ্নি-শিখা নদীর বুকে কাট্‌বে পথ
'মুসা'র হাতে 'আসা'র সম ; চল্‌বে সেথা তনুর রথ !

দুখের দিনে দৈন্য যাহা এক্‌লা আমি সইনু সব,
আছ্‌ড়ে কাঁদে বুকের ব্যথা কণ্ঠে তবু নাইকো রব ;
ভাগ্য তুমি মন্দ করো, ক'র্‌বে কেনো কম্ কসুর
যাক্‌না সবি,—বন্ধু আছে, আমি তারি প্রেম-বিধুর !

মখ্‌ফী তুমি আমায় বলো, আমিই সে কি কর্‌চি পাপ ?
আমিই একা সহ্য করি, সকল জ্বালা, মনস্তাপ ?
আত্মা, না সে আমার দেহ—যাহার মাঝে ঘর তাহার,
কাহার তরে পাপের বোঝা নিতুই হেন হচ্ছে ভার ? ॥১৩॥

মূর্খ হিয়া, এম্‌নি ভাবে গাফেলি কি সইবো তোর ?
নাইকো তব শক্তি কিছু ? তুচ্ছ করি' বিঘ্ন ঘোর
বাঁধ্‌তে পারো এক নিমিষে দূর্-বিরহী দু'ইটী প্রাণ
প্রেমের রাঙা রেশ্‌মী ডোরে, গাচ্ছে যারা ব্যাথার গান ?

দেখ্‌লে আজি ফুল্-কুমারী ছিন্ন-পাতা-রঙীন ছায়,
স্বর্ণ পরাগ-স্বপ্ন মাখে শিশির-ধোয়া আতুল্ গায়.
কিশোর-তনু 'ইস্থফ্' সম ; আজকে স্থখে কানন-মাঝ
হুল্‌চে মৃত্থ মলয়-সনে, তা'রও কতো বিলাস-সাজ !

জল্‌দি ক'রে যাওনা ছুটি, কোথায় তুমি দ'খ্‌নে বায়্ ?
অন্ধ হলো অশ্রুজলে 'এয়াকুবেরি' চক্ষু হায় !
স্থ-খবরের সোণার কাঠি দাও বুলিয়ে ভূরুর 'পর
বিষাদ-ঘন আঁধার কালো পড়ুক ঝ'রে নিরন্তর !

প্রেমের পথে বেড়াই ঘুরে জীবন ভ'রে অনেক কাল ;
বোঝার ভারে টল্‌চে তু'পা, দেখ্‌চো সবি তুখের 'হাল' ;
তবু দারুণ তুঃখ সয়ে আজও হিয়া শক্তিমান,
টলাতে আর পার্‌বে না তায় ব্যথার শত তুঃখ দান !

মিথ্যা তুমি বড়াই করো—'ধন্য অতি নসীব মোর';
'সেকেন্দারে'র চাইতে দেখো, আমার কতো ভাগ্য-জোর !—
তোমরা এসো পান-পিয়াসী, মিটাও জ্বালা—পান-পিয়াস,
দেখ্‌চো নাকি তন্বী সাকী আস্‌চে হাতে পূর্-গেলাস !

CALCUTTA TRAINING LIBRARY.

কামনা মোর শেষ হ'য়েচে, নূতন কিছু নাই খবর,
প্রিয়ার মায়া-বুকের তলে হোক্‌না এবে মোর কবর ;
শেষের দিনে যতই কেনো হোক্‌না দোষ ও গুণ-বিচার,
স্বর্গ নরক ? খোঁজ করে কে ? নাইকো কোনো ভাব্‌না তা'র ! ॥১৪॥

দেখ্‌চো সখি, নূতন ক'রে আমার বুকে প্রেম্-আগুন
উস্‌কে উঠে' দীর্ঘশ্বাসে জ্বল্‌চে শত হাজার গুণ !
কেমন ক'রে রাখ্‌বো পুরে আত্মা-পাখী মোর খাঁচায়,
নীলের মায়া-স্বপ্ন চোখে সদাই সে যে উড়্‌তে চায় !

নয়ন-সরে প'ড়্‌চে গ'লে অশ্রু-ধারে দিল্ পাষাণ,
সেই ধারাতে ঝ'র্‌চে শত দুখের কল-আর্ত্তগান !
গোপন হৃদি-পান্থাবাসে সাবধানী এক ঘণ্টা-রব—
'পথিক্ তুমি তল্‌পী বাঁধো, পথ যে বাকী রইলো সব' !

চক্ষু বুজে সব সয়েচি প্রেম হে তব অত্যাচার,
আমার হৃদি কান্না শুণে কেউ না ফেরায় কাণটী তা'র ;
আমার সবি দেখ্‌চো তুমি,—রিক্ত আমি কিছুই নাই ;
গর্ব্ব তবু—চাইনা মোরে ভিক্ষা দেবে 'হাতেম-তাই' !

একলা আমি রইনু ব'সে বিরহিনী রাত্রি ভ'র—
হৃদয় মম শূন্য ভরি' বৃথায় ঢালি অশ্রুলোর ;
মোর নিরালা অশ্রু-ধারা, অশ্রু তাহা নয় কখন্—
রক্ত তাহা, সিক্ত করে আমার হিয়া-শ্বেত বসন !

দুখের ঘন-হুতাশ বুকে সুখের আশা-দীপ দোলায়,
শুষ্কমালা সবুজ হ'লো পারিজাতের ফুল-ছোঁয়ায়,—
প্রণয়-রচা রুদ্ধ কারা,—পাষাণ-দেহ বন্দীঘর
কেমন ক'রে ভাঙ্‌বো বলো ? বাজ্‌চে পায়ে দুখ্‌-নিগড় !

CALCUTTA TRAINING SCHOOL LIBRARY.

ব্যাকুল-হিয়া বিহগ-সম চরণ-তলে আজ লুটাই,
তোমার প্রেমের শস্য-কণা আমার কিগো ভাগ্যে নাই !
মখ্‌ফী তব শ্বাসের জ্বালা লাগ্‌লে এসে সিন্ধু 'পর
উঠ্‌বে ক্ষেপে বাড়বানল রুদ্র তেজে ভয়ঙ্কর ! ॥১৫॥

প্রণয়, তব ভৃত্য আমি। 'লালা' ফুলের পাপ্‌ড়ি-রাগ
যেমন ক'রে তাহার বুকে একটু রচে রঙীন্ দাগ,
আমার বুকে তেম্‌নি দেখো,—বিকচ তাজা একটী ফুল,
কামনা তা'র মর্ম্মে আঁকে মসির রেখা—কৃষ্ণঝুল !

আমার এ-তো গর্ব্ব সবি—খুঁজ্‌চি সদা দেশ-বিদেশ
হিয়ার-ফুলে নিখিল-বাগে, ছন্দহারা নিরুদ্দেশ।
নাইবা পেনু, দুঃখ নাহি ; চল্‌বো গেয়ে পথের গান,
সবায় ছেড়ে আমার শিরে ঝ'ল্‌চে দেখো শিরস্ত্রাণ !

ধন্য তুমি বুকের ব্যথা, ওগো আমার সোণার দুখ,
অমর আশা বাঞ্ছা ওগো, তোমরা বুকে ভুঞ্জ সুখ ;
হৃদ্‌ শতধা ছিন্ন হলো—এই দেখোনা বুকের তল,
দুখ্‌-সাগরে বুকের মণি মর্‌চি খুঁজে আজ বিফল !

তোমার দয়া-মশাল-ফুলে ফুট্‌চে আলো-কোরক-দল
হৃদয়-বীথি মর্ম্মসখি, তাই বুঝি সে সমুজ্জ্বল !
প্রিয়া আমার, পাগল-করা অমল তব অমর রূপ
মনের কালো উজল করি' মলিন করে রবির 'ধূপ্‌' !

রইনু স'রে পথের পাশে, কাবায় পশে' বান্দাদল ;—
দেখ্‌নু—ব'সে 'তস্‌বি' টিপে কেউবা বকে' অনর্গল !
আমার খোদা জান্‌চে সবি, এ মোর হিয়া-বীণার তার
ওদের চেয়ে তাঁহার গানে ঝঙ্কারিচে হাজার বার !

মখ্‌ফী তুমি কাঁদ্‌চো সদা, কণ্ঠ-ভরা দুখ-হুতাশ ?
দেখ্‌চো মধু-মলয়-সম দুল্‌চে বুকে প্রেম্-নিশ্বাস্।
চক্ষু দিয়ে মুক্তা ঝরে—শিশির মৃদু—রজত-ধার—
কানন-মাঝে আন্‌চে ডেকে পাখীর গানে ফুল্-জোয়ার ! ॥১৬॥

আমার খুশী-আঙুর-রসে নাইকো কোনো নেশার ঘ্রাণ,
আমার ধরা শুষ্ক মরু, নাইকো ছায়া শীতল প্রাণ—
নয় বিছানো সবুজ ঘাসে, আজ ভ'রেচে কাঁটার বন ;
আগুণ-ভরা ফাগুন বুকে বিদায় নিলে হায় কখন !

মনের খুশী বেড়াই খুঁজে, ঠাঁই-ঠিকানা নাইকো তা'র,
রিক্ত বাহু বাড়াই মিছে নাইকো কোনো বন্ধু আর !
নাইকো ক্ষমা খোদার কাছে ?—শুনি এ-সব কোন্ গুজব ?
তৃণের সম তুচ্ছ হবে বন্দনা কি আমার সব ?

মখ্‌ফী তুমি নয়ন মেলে চেয়েই দেখো একটি বার—
হুতাশ চেয়ে গভীর তরো বক্ষে বহে আশীষ-ধার।
প্রেমের পথে চল্‌তে তব চরণ দু'টি ক্লান্ত আজ,
নতুন আরো শক্তি পাবে পর্‌লে নব আশার 'তাজ্'। ॥১৭॥

অত্যাচারী প্রণয় তুমি, বিরাম নাহি একটী দম্,
তোমার চেয়ে আমার হিয়া-গর্ব্ব সেতো নয়্‌কো কম ;
নিঠুর তব চরণ-তলে ক'র্‌চো মোরে নিষ্পেষণ,
পরাণ তবু সকল সয়ে' জানায় 'প্রিয়া'—সম্ভাষণ !

মোর কামনা-আঘাত খেয়ে হিয়া-মুকুর হচ্ছে চূর্,
দেখ্‌চো প্রভু, চাইনা কৃপা ; উঠ্‌চে রেঙে হৃদয়-পুর
বুকের ব্যথা-ছন্দ-রঙে ; মেহুর-ব্যথা-মেঘের জল
নয়ন-মরু সিক্ত করে, সবুজ করে মর্ম্ম-তল !

ভাব্‌চো কতো মনের সুখে খুঁজ্‌চি আমি আজ তোমায়
ক্লান্ত হিয়া, অবশ দেহে ? চল্‌চি যেথা দু'চোখ যায় !
কেবল ফিরি আশার আশে, তা'র কি আছে কূল-কিনার ?
সকল হিয়া পেষণ করে ব্যথার গুরুচরণ-ভার !

মুখ্‌ফী, তুমি একলা ব'সে,—দুখের রাতি বর্দ্ধমান,
বিশ্ব-জোড়া 'আঁধার'-অরি পরাণ-ভয়ে কম্পবান।
জাগ্‌চে ঊষা হেম তোরণে, রাতের ব্যথা ঘুম্-কাতর
সজাগ শুনে মুয়াজ্জিনের মর্ম্ম-ছোঁয়া কণ্ঠ-স্বর ! ॥১৮॥

৩

বাগ্‌-বাগিচা রিক্ত-পাতা, শুকিয়ে গেলো ধরার বুক,
একটু সবুজ ছোঁয়ার তরে আজকে তা'রা সমুৎসুক !
তোমার হিয়া-কানন-জোড়া সবুজ-মাখা নও 'বাহার',
তপ্ত শ্বাসে শুকাও কেনো টাট্‌কা তাজা ফুল তাহার ?

অনেক-দিনের পিঁজ্‌রা-পোরা বনের পাখী ভুলেই যায়—
পাত্‌লা ছু'টো পাখ্‌না খুলে ভাস্‌তো সে নীল নভের গা'য় !
যায় সে ভুলে মুক্তি-গাথা, পাগল-করা ফুলের গান,
একটী ছোটো লোহার খাঁচা, ভাবে সে,—তা'র বিধির দান !

সাত্য কোনো নাইকো ভীতি, পরাণ ওগো, প্রেমের জাল
আজ যদিও জড়ায় তোমা ; সবাই দেখে খুব নাকাল !
প্রিয়ার কথা ভাব্‌চো সদা, প্রেম-বিরহে মর্ম্ম চূর্,
প্রণয় তোমার আসল জেনে' আজ্‌কে করো শঙ্কা দূর !

এম্‌নি ভাবে মনের দুখে কাট্‌বে ব'সে সকল দিন !
অ-দেখা মোর প্রিয়ার পানে সদাই চেয়ে দৃষ্টি ক্ষীণ !
আবার কভু নতুন ক'রে আমার বুকে জাগ্‌বে আশ ?
বিশ্ব-আঁখি-চেতন-প্রাতে মিল্‌বে কিগো তা'র 'তালাশ্‌' ?

কম কী তুমি ব্রহ্ম-জ্ঞানী বামুন চেয়ে, ব্যাকুল মন !
কেউ বুঝেনা তথ্য তোমার, সত্য তোমার প্রেম্‌-ভজন।
ওই যে তোমার অস্থি-দেহে সূতার মতো শিরার তার,
গলায়-ঝোলা পৈতা চেয়ে অনেক বেশী দাম তাহার !

প্রেমিকজনের ভাগ্য আছে ? সবাই জানে—ভাগ্যহীন ;
ফল্‌বে কি-বা তাহার ভালে, বিধির বিধি তুচ্ছ দীন !
জগত বলে—প্রেমিক কে সে ? প্রেম করাটা বিলাস তা'র,
প্রেমিকজনে ক্রূশে ফেলে' বিদ্ধ করো, নাই বিচার।

আবার কেনো নতুন ক'রে ফরিয়াদের তুল্‌চো হাত ?
যায়না সহা শিকল পায়ে ?   বেদন-বেড়ী দেয় আঘাত ?
না, এ তোমায় মানায় ভালো—শিকল-বাঁধা চরণদ্বয়,
এমন শত আছেই জানা, এ সব কিছু নতুন নয় !

পাহাড় কেটে আন্‌তে নদী 'ফর্‌হাদ্' দেখো মৃত্যু-শেল
হান্‌লো বুকে প্রিয়ার লাগি, ওষ্ঠে নিয়ে হাসির খেল্ !
চোখের জলে আজ্‌কে তুমি বুকের জ্বালা নিবাও সব,
শুন্‌তে যেনো না পায় প্রিয়া তোমার বুকের কাঁদন-রব

ঊষর ভূমি কাঁটায়-ভরা, চ'ল্‌তে সেথা ছুই চরণ
রক্ত-রাঙা হচ্ছে, তবু ক'র্‌চো তুমি ছুখ্-বরণ ।
চরণ-ঝরা লহুর-ধারে মরুর বুকে ফুট্‌চে ফুল,
আকুল-করা সুবাস তারি বাতাস-সনে আজ বাউল ।

প্রেয়সী গো, তোমার-দেওয়া ভালোবাসার চিকণ ফাঁস
পর্‌তে গলে ঝুর্‌বে আঁখি, আর না মুখে ফুট্‌বে হাস ?
নাই পরোয়া, গর্ব্ব করি, এসব ব্যথা তুচ্ছ ছার,
যদি দুখের সাগর-পারে মেলে মিলন-মোতির হার !

গহীন বনের নির্জ্জনতা ভাগ্যে যদি আজ তোমার,
দুখ ক'রোনা, সবুর করো, ছাড়্‌বে তরী পার-খেয়ার।
জীবন এ-তো স্বপ্ন শুধু, মাটির মায়া যাদুর ফান,
আসা-যাওয়া ভালোবাসা—সকল ফাঁকি, সকল ভান ! ॥১৯॥

মন্ত্রী রাজা কোথায় গেলো ? ভবের হাটে সবাই লুট !
তুর্কী তাজী ফর্‌শা হলো, কোথায় গেলো রাজ-মুকুট !
এইতো হলো সবার দশা, ইচ্ছা মতো চালাও নাথ্,
সুধার আশে মনের ক্ষুধা, পাত্র-ভরা বিষের ক্বাথ্ !

পতঙ্গ হে, দেখ্‌চি তব প্রদীপ-সাথে খুব প্রণয় !
ভাগ্য বুঝে' খেল্‌চো খেলা ?   মিলন তব অগ্নিময় !
প্রদীপ-শিখা-আগুণ-জ্বালা সইবে নাকো ডানার জোর,
কামনা যে তোমার তরে রচে মরণ-দাহন-গোর !

প্রেম হে, কেয়ামতের দিনে খোদার কাছে চাও খালাস ?
ভাব্‌চো তা'রা চুপ্‌টী র'বে যাদের তুমি কর্‌লে নাশ ?
স্মরণ করো, বিচার দিনে 'রোজ হাশরের' তপ্ত মাঠ—
'কারবালার'ই 'দস্ত' সম হবেই পুড়ে ঘোর তামাট্‌ !

নসীব ভালো, হাকিম ওগো, সেদিন তোমার এ এন্‌সাফ
ঘোর পাতকী তা'রেও তুমি সদয় হ'য়ে ক'র্‌বে মাফ !
জীবন ভরি' কেবল যারা সইলো লাথি-ঝাঁটার ভার,
ঘৃণা অবহেলার জ্বালা, তাদের পুনঃ কোন্ বিচার ?

বিশ্ব-মরু-বালুর পথে ক্লান্ত পথিক পথ হারায়,
আঁধার রাতে সবার তরে প্রণয় দিশা-দীপ জ্বালায় ;
মজনুঁ সম ঘুর্‌চে তা'রা ; সেই দীপেরি আলোর রথ—
ঝড় বাদলে বহন ক'রে দেখায় সবে ঘরের পথ ! ॥২০॥

কোন্ সে পথে চরণ ফেলে' পূর্ণ হবে মনস্কাম ?
চোখের ক্ষুধা মিট্‌লো নাকো, সকল কাজে ভাগ্য বাম !
ঝল্‌লো নাকো মানস-নভে তোমার রূপের তড়িত-ঝাড়,
দুখের কালো মেঘের ঘটা গর্জ্জে সেথা বারম্বার !

দীর্ঘশ্বাসে চোখের পাতে নাম্‌চে এসে বাদল ঘোর,
মিট্‌লো নাকো একটি বারও খোশ্ কামনা তিল্‌টী ভ'র।
আজ্‌কে শুধু প'ড়্‌চে মনে—তোমার সনে মোর মিলন,
সেই দেখাটি শেষের দেখা—সেই যেখানে ফুলের বন।

রাজ্যজয়ী চাইনা হ'তে, ভাগ্য ভালো চুলোয় যাক্ ;
এ দুনিয়া ভোগের-ভিটে, অন্যে তাহা লুটেই খা'ক্।
আমার শত ঘৃণার জ্বালা—কণ্ঠে দুলে রত্নহার,
আমার চোখে অশ্রু ঝরে—ক'ল্জে চুঁয়ে খুনের ধার।

নিরাশ কেনো হচ্ছো মিছে, মখ্ফী তুমি, হায় অবুঝ !
বিরান্ বুকে নয়ন-জলে ফ'ল্বে না কি আর সবুজ ?
মিথ্যা কেনো জ্ঞানীর দলে ঝগড়া করো ? খোদার দান—
বুঝ্চো নাকো, অশেষ তাহা, অসীম তিনি—ধীর মহান ? ॥২১॥

চোখের জলে শ্যামল হ'লো আজ্কে আমার কুঞ্জবন,
আমার বুকে গন্ধ জাগে, আস্চে বুঝি অতিথ্জন !
সকল হিয়া উঠ্চে রেঙে ; কাহার যাদু মদির শ্বাস্ ?
সাকী, তোমার শারাব ঢালো, ঐযে পেনু তা'র আভাষ !—

আঁধার চিরি কানন-বুকে একটী ফোটা রূপ-কুসুম,
উজ্বল করে ফুলের সভা, তাইতে বুঝি এসব ধূম্ !
কিসের আলো আঁধার-মাঝে জ্ব'ল্‌চে হেন ঘোর চমক্ ?
এ মোর হিয়ার খুনের বাতি, ম্লান করে তা স্বর্গ-চক্ ।

দুখের সুরা-পাত্রখানি পরান ভরি' কর্‌নু পান,
প্রেম কি তবু হৃদয় নিয়ে ক'র্‌বে ভেঙে শতেকখান ?
বুকের ক্ষত না শুকাতেই ক'র্‌চি ক্ষত পুনর্ব্বার,
ব্যথার জ্বালা নাইকো তাতে, সুখের যেনো সব আমার ।

ব'ল্‌বো কেনো—দুঃখ এসে বক্ষে আমার ঝড় তুলুক্,
তপ্ত তারি গরলশ্বাসে ভর্‌সা আশা সব মরুক্ ।
মধু-মলয় ঢেউ তোলে যা চিকণ কেশে মোর প্রিয়ার,
নসীব ভালো, আমার বুকে লাগ্‌চে এসে দোল্ তাহার !

নেবেই যদি দেউটী ছোটো, আঁধার ঘেরে প্রেম্-দেউল,
আর না জ্বলে একবারে তা ; মিথ্যা কেনো ক'র্চো ভুল ?
দীর্ঘশ্বাসে বুক্-হাপরে উঠ্‌বে জ্ব'লে দুখ্-আগুণ,
তীক্ষ্ণ-তরো তাহার শিখা, মধুর-তরো হাজার গুণ !

নাইয়ে দিলো তোমার হিয়া আজ্‌কে এসে ভোর্-সমীর,
রাত পোহাতে মাখিয়ে দিয়ে স্বচ্ছধারা গন্ধ-নীর ।
দিন্‌টী ব্যাপী এখন শুধু নিশাস্ দিয়ে মদির বয়,
সকল হিয়া আকুল করে স্বর্গ-সুধা গন্ধময় ! ॥২২॥

খাম্‌খেয়ালী আমায় দেখে' জগত হাসে, কুৎসা গায়,
নিন্দা-কাদা ঘৃণার বালি মুখে আমার সব ছিটায় ;
এসব থেকে এখন আমি ভাব্‌চি শুধু—যাই, পালাই,
যেথায় গিয়ে শান্তি সুখে একটু খানি মিল্‌বে ঠাঁই ।

এই নিরালা গহীন বনে বাঁধ্‌বো একা প্রেমের মঠ,
নিবিড় ঘন শীতল ছায়ে স্নিগ্ধ হবে মানস-পট,
বিজন মাঠে এম্‌নি ভাবে আমার যেনো জীবন যায়,
হেথায় এসে ভুল ক'রেও একটু দেখা কেউ না পায়!

ব'লচে কে-সে গর্ব্ব ক'রে—আমি প্রেমের ভক্ত দাস?
পার্‌বে সে কি রাখ্‌তে ধ'রে ধড়ের মাঝে ক্ষুদ্র শ্বাস?
প্রেমের রণে প্রেমিক-সেনা মিথ্যা করো আস্ফালন,
শক্তি তোমার রইবে কোথা, প'ড়্‌লে হাতে নাগ্‌-বাঁধন?

জিজ্ঞাসিনু পথের কথা, ছিলাম যবে নওকিশোর,
মুখ ফিরিয়ে রইলো সে যে; দেখে কে সে তা'র গুমোর!
তখন থেকে তাহার পিছু বেড়াই ঘুরে বিশ্বময়,
সবার শেষে ভাব্‌নু—বুঝি জ্ঞানের কাছে উপায় রয়!

মনের কালো আয়্নাটীরে ক'র্চি ঘ'সে পরিষ্কার,
দেখ্চি সেথা উঠ্চে ফুটে উজল হ'য়ে চমৎকার—
'আমিত্ব' মোর ; অসীম তাহা, বিরাটরূপী মূর্ত্তিমান,
এ-মোর মোহ-অন্ধ চোখে ক'র্চে দু'টি দৃষ্টি দান ;—

এয়াকুবেরি মতন কেঁদে চক্ষু দু'টি দৃষ্টিহীন,
আঁধার-মাঝে সুর হারালো আমার দিঠি-আলোর বীণ্।
কোথায় মিছে মর্চি খুঁজে, দেখ্চি সবি অন্ধকার,
আমার 'আমি'—জ্বল্চে বাতি, ইহাই বুঝি সর্ব্বসার ! ॥২৩॥

দগ্ধ হিয়া কোন্ গোপনে কেমন ক'রে রাখ্বো আর !
দেখ্চো নাকি অগ্নি-শিখা সকল ফুটে হ'চ্ছে বার ;
তপ্ত বায়ু নিশাস্-জালে আজকে সারা আকাশ ছা'য়,
চোখের জলে সজল তাহে সাঁজের তারা, উদাস চায় !

প্রেম্-বিলাসী মজনুঁ-সম পাগল হ'য়ে আজ সদাই
মরুর ধূলি দু'হাত ভরে' কেবল মাথে মোর ছড়াই,
জীবন ভরি' লায়্‌লী-তরে কর্‌বো শুধু অশ্রুপাত,
সহ্য করি' নীরব হ'য়ে শত ব্যথার ঝঞ্ঝা-বাত।

পরাণে যার প্রেমের আলো নাইকো তাহার ভয়ের লেশ ;
কল্পনাতে অ-দেখা এক, সে কোন্ আছে আজব দেশ ?
বল্‌চে যাহা—'প্রেমিক যে, সে পাগল' ; আরে তাই কি হয় ?
আজ্‌কে আমি আঢেল খুশী, চক্ষু দু'টি স্বপ্নময়।

মখ্‌ফী, দেখো দ'ল্‌চে শত মানব-হিয়া আজ দু'পা'য়
দেমাগভরে নিঠুর প্রণয়, বারেক ফিরে কই না চায়।
হস্তে লয়ে নাঙ্গা খাড়া ভয়াল তারি ভীম কৃপাণ,
লক্ষ্য হিয়া শহীদ ক'রে রক্ত-রাঙা দুল্যমান! ॥২৪॥

ফাগুন দিনে আকুল হ'য়ে দেখ্চি চেয়ে ফুল্-কানন,
বুল্বুলেরি মতন দেখি উদাস হ'লো আমার মন ;
এখন যদি প্রেমের মালী পরায় গলে ছলের ফাঁস,
গোলাব সম হাস্বো তবু, নাইকো তা'রে অবিশ্বাস !

ভোরের বায়ু কুঞ্জে পশে,—হায় যে কেনো এ সব ভুল,
ব'ল্চি তা'রে দেখ্তে নারি, সাম্নে আসে চক্ষুশূল !
তুচ্ছ বায়ু তুচ্ছ সে যে, নাইকো কোনো সাধ্য তা'র,
কইতো ব'য়ে আন্তে নারে প্রিয়ার আঁচল-গন্ধ-ভার !

আজ্কে আমি রইনু জেগে আগ্‌লে ব'সে কুঞ্জ-দ্বার,
এম্নি হ'লো ভাগ্য পোড়া, বারেক দেখা পাইনি তা'র।
আসার আশে রইবো ব'সে, সর্বো নাকো একটী চুল্—
আমার আঁখি-পলক দিয়ে ফেল্বো ঝেড়ে পায়ের ধূল !

এই যে আমায় পরাণ-পাখী তোমার জালে—জেলখানায়,
কয়েদগিরি তাহার ভালে, মিথ্যা তবু উড়্‌তে চায়!
বন্দী সে, তা সত্য কথা; বাঁধ্‌তে পারা কঠিন তায়—
আমার বুকে তপ্ত বায়ু, কাঁপ্‌চে যাহা প্রেম্-ব্যথায়।

বিশ্ব খুঁজে খোঁজ না মেলে প্রেমের পাখী—'এন্‌কা' নাম,
সোনার ডানা—বিরল তুমি; কোথায় রহ, কোথায় ধাম্।
বিবাগী মোর সকল হিয়া, নয়ন দু'টি দেখ্‌তে চায়,
দরশ-আশা ডানার তলে বেহুশ্ হ'লো মূর্চ্ছনায়!

বুল্‌বুলি গো, মনের সুখে কুঞ্জ-মাঝে গাওনা গান,
ফাগুন এ যে তোমার তরে, মখ্‌ফী, তোমা ক'র্‌চে দান;
তোমার বুকে ফাগুন জাগে, তাহার বুকে কাঁপ্‌চে শীত,
সবুজ তোমার কানন খানি, তাহার বীথি জীর্ণ পীত! ॥২৫॥

শক্তিময়ী প্রেম হে তুমি, তোমার বুঝি এই স্বভাব ?
মনের মহারাজ্য হ'তে ধ্বংস করি' সব প্রভাব
হৃদয়টিরে হরণ ক'রে রাখ্‌লে বেঁধে চরণ-পাশ,
আপন খুশী খেয়াল মতো ; এ সব তব কিসের আশ ?

কেউ না জানে অসীম তব মহাজ্ঞানের অন্ত-কাল,
কেউ না জানে—অজ্ঞাত সে, প্রেমিকেরি কোন্ কপাল !
মাথায় তুলে' ঘৃণার ডালি বিশ্ব তা'রে বাতুল কয়,
উজল মুখে লেপ্‌চে কালি, ক'র্‌চে তাহা কৃষ্ণময়।

খুন্-পেয়ালা চুমুক্ দিতে ঘোর পিয়াসী মাতাল মন ;
বুকের লহু দাওনা ঢেলে, যাক্‌না ভেসে অনুক্ষণ !
ভালোবাসার সকল আশা সর্ব্বনাশা হয় তা হোক্,
আমার বুকে পরাজয়ের মর্ম্ম-দাগা চিহ্ন রো'ক্ !

পরাণ আমার প্রিয়ার লাগি' ব্যথার ভারে মুশ্‌ড়ে যায়!
সবুজ-পাতা আশার তরু প'ড়্‌চে ভেঙে ঝটকি বায়!
এসো যাদু গানের ধারা, এসো তুমি সজল সুর,
নিবাও বুকে বিষের জ্বালা, শীতল করো হৃদয়পুর!

'আয়ূব'-সম রইনু ব'সে অনাদরের ভস্ম-মাঝ,
মাথার 'পরে ডাক্‌চে ঘন অভিশাপের ক্রুদ্ধ বাজ!
আবার দেখি দুখের রাতি আঁধার-নদী হচ্ছে পার,
আমার আশা প্রভাত-সম, আলোর মালা কণ্ঠে তা'র!

দূর বিজনে পাহাড়-তলে ফর্‌হাদ্‌-সম ফির্‌নু ঢের,
তাহার দেখা পেলাম নাকো, এ-সব যতো ভাগ্য-ফের!
হুতাশ আশা এম্‌নি ভাবে বক্ষ জুড়ে ক'র্‌চে বাস,
হুতাশ মারে, আশায় বাঁচি, হ'লাম নাকো হতঃশ্বাস!

স্থ্ফী, তোমার গোপন কথা বোর্কা করি' উন্মোচন
প্রকাশ হ'লো লোকের মাঝে, প্রচার হ'লো সব এখন।
ইস্থফ্ যবে দাসের-হাটে চোখের ভিড়ে বিকায় হায়!
চোখ্-জুড়ানো রূপের ছবি, কে-না বলো দেখ্বে তায়? ॥২৬॥

আর চাহিনা এম্নি তরো মাতালসুধা দ্রাক্ষারস!
গোলাব-বাগে স্থবাস ঝরে, উন্মাদিনী তা'র পরশ!
আন্চে তাহা আমার মনে কূল্-ছাপানো নেশার বান,
মাথায় যেনো পড়্চে নুঁয়ে মস্ত বড়ো আকাশ খান!

ক্ষমো আমায় এই মিনতি, পান-সভাতে যাইনে আর,
ছুঁইনে বাজে মদের কুজা, ওসব মিছে তুচ্ছ ছার!
পান ক'রেচি শারাব্ খাঁটি, যেম্নি রাঙা তেম্নি ঝাঁঝ,
গন্ধে হিয়া অন্ধ করে উদাস ক'রে সকাল-সাঁঝ!

পরাণ-পাখী একটি বেলা আর পারে না গাইতে গান,
হাল্‌কা মনে পাখ্‌না মেলে মুখর করি দূর বিমান !
দুখের কড়া পিঁজ্‌রাতে সে, রুদ্ধ করা মুক্তি-পথ ;
গুল্‌বাগিচা তাহার চোখে শুধুই ফাঁকা স্বপ্নবৎ !

কিসের তরে এসব বলো ? ফরিয়াদের নাই কারণ ?
আমার দেহে ধূলির কণা, শুন্‌বে সে-কি মোর বারণ ?
ব'ল্‌চে কেঁদে—ভাগ্য ওহে, নিঠুর তুমি, নাই বিচার ;
আমার আলো-দিবস যতো ঢাক্‌চে দুখের অন্ধকার !

চাইনা বেশী তোমার কাছে, কেবল দেখো এটুক্ চাই—
ফাগুন দিনে কুঞ্জতলে সঙ্গ-খুশী খানিক পাই !
সেদিন যদি বদ্ধ পাখী গাইতে পারে একটি গান,
বুঝ্‌লে নাকো, সময় কোথা ? মৃত্যু টানে ছিলায় বাণ !

আজ্‌কে আমার নাইকো কিছু, দৈন্য-দশা গরীব-বেশ !
দুঃখ কিসে ?   আমার হাতে নাই যদিও আশয়-লেশ !
পরাণ আমার ঈগল পাখী, ডানায় কাঁপে অশেষ বল ;
সইতে পারে সকল ব্যথা-দুঃখ-ঘৃণা-আশার ছল !

বন্দীশালে জীবন কাটে, মুক্তি কভু আস্‌বে আর ?
সুখ যে হেথা আস্‌তে নারে, আমায়-ঘেরা দুখ্‌-প্রাকার !
এ জীবনের দিনগুলি মোর, একটী ক'রে সব ফুরায়,
দিনের শেষে কিসের আশে আবার তুমি আস্‌বে হায় !

আজ্‌কে দেখো বাদ্‌শা ব'সে পথের পাশে কার্পটিক,
রাজার দাবী আর কি আছে ?   স্কন্ধে ঝুলি মাগ্‌চে ভিক্‌ !
প্রিয়ার খোঁজে এম্‌নি ভাবে ঘুর্‌চি একা দুখের বাট,
কিন্তু জানি জীবন-তরী পৌঁছাবে তা খেয়ার ঘাট !

জীবন-মায়ামরুর পথে তীর্থ-প্রেমিক চ'ল্‌চে আজ,
মখ্‌ফী তুমি দুঃখ ভুলে মাথায় পরো সোনার তাজ—
বাঁজায় বাঁশী দুখের শত-চরণ-আঁকা তোমার পথ,
তাহার সুরে প্রেমিক যতো তীর্থমাঝে ছুটায় রথ! ॥২৭॥

অকারণেই তোমার সনে লড়্‌চি আমি সুনিশ্চয়!
জয়ের মালা কণ্ঠে পরা—সেতো আমার ভাগ্য নয়!
ক্ষুব্ধ হিয়া বুকের মাঝে ক'র্‌তে গিয়ে সঙ্গোপন,
তোমার আঁখি-অন্তরালে হ'লো আমার নির্ব্বাসন!

আবার যদি অগ্নি-শিখা বুকের মাঝে লক্‌লকায়,
তোমরা বুঝি দহন দেখে ভাব্‌বে কতো আজব তায়!
তপ্ত শ্বাসের বাষ্প-ভারে স্বচ্ছ নভের নীল নয়ন
সজল হ'লো আজকে দেখো, আঁখির তারা নীর-মগন্!

ভাব্‌চো কেনো আমোদ-তরে আর বসিনে পান-শালায় ?
যেটুক্ ছিল মনের খুশী, সবই আছে ; তাই কি যায় ?
আমার মনের স্বপ্ন যতো রইলো আজো সব অটুট্,
তাদের স্মৃতি-মদির-রসে সরস করে ওষ্ঠ-পুট !

হুতাশ-ভরা গুহার মাঝে দেখ্‌চি নাকো দুখের শেষ,
সেই তো ভালো, ব্যথার ঘায়ে কাতর-থাকা আরাম বেশ !
প্রার্থনা মোর, আর কিছুনা, একটি মধু-চাঁদনী রাত,
একটুখানি বিরাম-ছায়া, একটু মেশা প্রিয়ার সাথ !

গরীব আমি দুর্ব্বল-মন, এমন্ দেখি নাই সাহস,
খুল্‌তে নারি মনের মাঝে মোহর-ভরা রত্ন কোষ ;
মুক্তা-ঝুলি আমার খুলি' কেমন ক'রে আজ ছড়াই
তাহার মাঝে রত্নগুলি ? জহুরী যে হেথায় নাই !

মখ্‌ফী তুমি গলদ্ থেকে মুক্ত ক'রে দুই নয়ন,
মনের সাদা আয়না ধ'রে বারেক করো নিরীক্ষণ ;
দেখ্‌বে—অতি দীন ভিখারী ছিন্ন চীর বসন তা'র
হাজার রাজা-পোষাক-রূপে আজ্‌কে তাহা হচ্ছে ভার ! ॥২৮॥

অধীর হ'য়ে এহাত দু'টি চেষ্টা করে সর্ব্বদাই
খুল্‌তে বাধা বিধির-লিপি ; কিন্তু বৃথা, সাধ্য নাই !
জীবন হ'লো তপ্ত মরু, এ মোর বৃথা প্রেম্-বিলাপ ;
নাইকো সেথা ছায়ার তরু, কেবল খর রবির তাপ !

অবাক্ দেখি, আমার বুকে কামনারি খুনেল্ রেশ
আস্‌চে বুঝি নীরব হ'য়ে, এম্‌নিভাবে হচ্ছে শেষ !
আমার বুকে দহন-করা অনল-শিখা প্রেমোজ্জ্বল—
নিবায় তা'রে এবার বুঝি বিফল-কাঁদা অশ্রুজল !

আমার আশা-মায়ারবাগে ফল্‌লো নাকো ফুল্-ফসল,
গন্ধ-কাঁদা অফোট কুঁড়ি প'ড়্‌চে ঝ'রে সব বিফল !
আমার সুখের আকাশ বাতি, হঠাৎ দেখি আজকে সাঁঝ,
ডুব্‌চে ঘনো বিষাদ-ভরা অকূল দুখের তিমির-মাঝ !

অনেক তোমার প্রেমিক-সখা, ওগো আমার দিল্-পিয়ার,
সবাই তোমা বাস্‌চে ভালো ; চাইবে কেনো আমায় আর !
কি কাজ হবে আমায় নিয়ে ? আমার ছোটো আত্মদান
লাগ্‌বে ভালো তোমার কিগো ? গল্‌বে তা'তে তোমার প্রাণ ? ॥২৯॥

আমার খুশী-মদির-ভরা পাত্রখানি আজ হেলায়,
আর নিয়োনা এমন্ টেনে এমুখ হ'তে ছল-খেলায় !
হরষ-সুখের আয়নাখানি পরশ বিনা বর্ণহীন,
হাসির ছবি যায়না দেখা ; বৃথাই চেয়ে দৃষ্টিক্ষীণ !

উজ্জল করি' বিপুল ধরা আঁধার চিরি' হেম্ তপন
আস্‌লে পরে লাজুক ছায়া পলায় ছেড়ে ভোর্ গগন ;
প্রেমের খাঁটি আরক্ যবে হৃদয়-পটে মোর লাগাই
মর্‌চে-ধরা মসির রেখা তেম্‌নি হলো সব সাফাই !

মন্ যে আমার হাত বাড়িয়ে ধ'র্‌তে চাহে তা'র আঁচল,
কিন্তু সেযে সদাই দেখি, বেড়ায় ছুটে মন চপল !
বাসনা মোর বিলীন হ'লো, সজীব তবু মনের আশ—
কুহকে যার আজকে পড়ে' আমার সবি সর্ব্বনাশ !

কাল্‌কে রাতে স্বর্গ-সুধা শেষ ক'রেচি পান-সভায়,
সেই সে সুধা-পাত্রে যবে প'ড়্‌চে আলো ভোর্ বেলায় !
রাতের নেশা-মদির-যাদু মাতাল করে মানস-পট
খেল্‌চে দে'খে রূপ-লহরী পাত্র-দেহ-নদীর তট !

ফর্‌হাদ্‌ ওগো, তোমার মতো দূর নিরালা বন পাহাড়
দিবস রাতি বিফল ঘুরে সকল দেহ অস্থিসার !
চুমুক্‌ দিতে পেলাম্‌ নাকো সফলআশা-মদির-জাম্‌
মিষ্টি তব ঠোঁটের মতো, 'শিরীণ্‌' ওগো,—মধুর নাম !

মরণ পথের পথিক মোরা, মাটির কায়া রং বেরং,
মিথ্যা সবি, মখ্‌ফী কেনো ভুল্‌চো দেখে রূপের ঢং !
রাজার রাজা-ভাগ্যে শেষে রইলো লিখা মাটির গোর,
গোষ্ঠিগত কোষ্ঠী ছাড়ো, মৃত্যু হাঁকে কণ্ঠ জোর। ॥৩০॥

আমার যাহা সুযশ সবি ধূলায় প'ড়ে আজ লুটায় !
সকল লোকে দেখ্‌চে তাহা, গোপন রাখা বিষম দায় !
আবার তবে কিসের তরে এসব মিছে লাজ্‌-শরম্‌ ?
এ দুনিয়ার সুনাম লাগি' হাত বাড়ানো ভুল চরম !

ভাগ্য আমার আজকে শত দুখের বোঝা অশেষ ভার,
দিচ্ছে তুলে আমার মাথে, মর্‌চি খেটে সব বেগার !
এম্‌নি শত দুঃখ সহি, কই তো চোখে নাইকো জল !
হাস্‌চে দেখো নয়ন-সরে ব্যথা-রঙীন নীলোৎপল !

প্রাণের সখা বন্ধু-সম দুঃখ বুকে ঢের বছর—
নাইকো অনুতাপের জ্বালা—মনের সুখে বাধ্‌লো ঘর !
হুতাশ-সনে যুঝ্‌চি সদা সুস্থ দেহ সবল মন,
রুস্তমেরি মতন আমি, এসব অতি তুচ্ছ রণ !

আজকে দেখো নিঠুর বিধি হান্‌চে বুকে শেল-আঘাত !
ওগো মৃদু মলয়, তুমি বারেক আনো তোমার সাথ
স্বর্গ হ'তে পক্ষে বহে প্রিয়ার মিঠা আঁচল-বাস,
এয়াকুবেরি মতন আমি রাখ্‌নু বুকে যাহার আশ ! ॥৩১॥

সাকী, আমার, পাত্র ভ'রে আন্‌চো কি-না আঙুর-খুন !
শুষ্ক হিয়া উঠুক্ জিয়ে লাগুক্ তাহে যাতুর গুণ !
শীতের জরা শিথিল শাখে জাগুক্ এসে ফাগুন-বান
নতুন সাজে সাজুক্ ধরা, নতুন সুরে গাহুক্ গান !

বিফল কাটে দিবস গুলি ! চিরহরিৎ পাতার আড়
সুরের সুধা-ঝর্‌ণা-ধারে বুল্‌বুলি সে গায়্‌না আর !
ভোরের বায়ু বিতান-মাঝে গন্ধ-মিহি চিক্ সরায়,
খোশ্‌ খেয়ালে মত্ত আজি গোলাব-সনে রঙ্‌-খেলায় !

'মসিহ্‌' কি পার্‌বে তুমি খণ্ডাতে এ কপাল-ভোগ ?
মনের ব্যাধি,—তবিব্‌ ভায়া, পার্‌বে কিহে আজ-নীরোগ
ক'র্‌তে তুমি সাল্‌সা দিয়ে ? নাইকো তা'তে আমার দোষ
ব্যাধির বিনাশ না হয় যদি ; বুঝ্‌বে তাহে বিধির রোষ !

রঙীন উষা দিচ্ছো উঁকি নিশির কালো নেকাব্-ফাঁক ?
ওমুখ খানি দেখাও কেনো, সবুর করো, খানিক থাক্ ;
দীর্ঘশ্বাসে তীরের হুলে ভোর না হ'তে আকাশ-গা'য়,
আমার ব্যথা বিঁধ্‌তে চাহে আকুল হৃদি প্রার্থনায় !

চেয়েছিলাম মুক্তি আমি, এসব জ্বালা দুখ্-দহন
কেমন ক'রে সহ্য করি, হয়নাকো যে আর সহণ !
মৃত্যু সেও নিদয় হ'লো, বিরল হ'লো তা'র দরশ,
বারেক ফিরে চায়্‌না দিতে আত্মাটীরে হিম্ পরশ !

তাহার যতো পাপের লাগি' বিচার দিনে এই নাচার,
দয়াল যদি তোমার কাছে ভিক্ষা মাগে খোদ্ কৃপার,
স্বয়ম্ভূগো, বিধান ক'রো—যেনো তাহার চোখের-জল
ধুইয়ে দিয়ে সকল কালি পরাণ করে সুনির্ম্মল !

মখ্ফী তোমার ভাগ্য ভেবে' ক'র্চো কেনো স্ফূর্ত্তিনাশ ?
শুন্চো নাকি তোমার তরে আস্চে ভেসে দূর্ আভাষ—
ফকির রাজা কেউ না র'বে, ক্ষুদ্র বড়ো সব সমান
চিরমধু মাসের দেশে ; বাজ্চে যেথা সাম্য-গান ! ॥৩২॥

নার্গিসী আঁখ-মহল হ'তে কেনো কুটিল দৃষ্টি-পাত—
হায় সজনী, ক'র্চো তুমি,—যায় কি সহা তা'র আঘাত !
হার মেনেচি অনেক আগে, দিঠির যাদু মন্ত্রবল
তোমার রাঙা চরণ-তলে ক'র্চে হিয়া মোর বিকল !

তোমার মায়া-পরশ পেয়ে' ব্যথা-নীরব প্রাণ আমার
মুখর হ'য়ে তোমার গানে উঠ্চে দুলে আজ-আবার ;
তোমার দেখা বারেক পেলে ! আনন্দ কি একটু কম ?
পরাণ-বীণা—ময়ূর পাখী—নাচ্বে মে'লে সুর-পেখম !

বুঝ্‌বে কি সে প্রেমের ব্যথা ঘুমন্ত যে গোর-তলায়,
দুঃখ ভরা দিবসগুলি কেমন ভাবে আমার যায় !
ফুরায় নাকো পোড়ার চোখে অঝোর ধারা অশ্রুলোর
কাট্‌চে নাকো দুখের নিশি, আস্‌চে নাকো সুখের ভোর !

কোথায় তোমার মক্কা বলো ? 'কেব্‌লা' হেথা, এই তো সেই ;
দুখের-বুনা মাদুর পেতে' যেথায় আমি সেজ্‌দা দেই !
এই যে আমার হিয়ার ব্যাধি, কেমন ক'রে নীরোগ হয় ?
দুঃখ-নাশা ভেষজ্‌ বলো বিশ্বমাঝে কোথায় রয় ?

প্রণয় তুমি কোথায় মোরে যাচ্ছো নিয়ে এম্‌নি রোজ !
তীর্থগামী পথিক আমি, মিল্‌বে কোথা পথের খোঁজ ?
চল্‌বে তুমি হেজ্জাজ্‌ হ'য়ে ? শুনেই হ'লো পাও অবশ,
দুর্গম দূর যাত্রা সেযে, চল্‌তে সেথা নাই সাহস !

দুখের ভাগী হ'লাম শুধু, দুঃখ খাঁটি বাস্তবিক !
প্রণয় কভু গোপন কথা বল্‌লে না সে আমায় ঠিক্ !
নসীব ভালো তাদের যারা সেই কথাটী জান্‌চে তা'র
তাদের কাছে এক হ'য়েচে সত্যিকারের ভেতর-বার । ॥৩৩॥

কিসের তরে ভড়ং ক'রে ব্যস্ত রবো প্রার্থনায় ?
মদের নেশা চল্‌বে তবে মিল্‌লে এসে সবজনায় !
দেখ্‌চো হেনো ভণ্ডামি যা ত্যাগ ক'রেচি ভোগ-লালস্,
এখন শুধু সার ভেবেচি প্রেমের খাঁটি সবুজ রস ।

নয়ন-ধারা শুষ্ক হ'লো, শুকিয়ে গেলো সরস বুক,
সজল ক'রে তুল্‌তে নারে এখন তা'রে হাজার দুখ্ ।
হৃদয়-বীণা নীরব হ'লো ব্যথার ঘায়ে নাইকো সুর,
বুলবুলি সে কুঞ্জমাঝে কণ্ঠহারা দুঃখাতুর !

পথিক মোরা তীর্থপথে চল্‌চি যবে তাল্‌-বেতাল্‌
দেখ্‌চি দূরে অন্ধকারে জ্বল্‌চে সদা রূপ-মশাল।
ধন্ধ-লাগা মানুষ যতো সে-রূপ পানে সাম্‌নে চায়,
নাইকো তবু রূপের নেশা অ-রূপ ভাবে কল্পনায়।

সৃজন-দিনে সবার তরে শেষ হ'য়েচে সব নিকাশ—
হিসাব মতো মিল্‌বে রোজি, ক'রবে নাকো বেশীর আশ।
কিসের তরে ক'র্‌চো দাবী ভাগ্য-কাছে আর খানিক
মনের খুশী ? ব'ল্‌চো, শুধু সইবা-মতো দুঃখ দি'ক !

মখ্‌ফী দেখো বিধান নিতে আস্‌চে সবাই তোমার কাছ,
বল্‌বে নাকো, গোপন রাখো গোপন কথা সবার আজ।
ইচ্ছা ক'রে নিজের লাগি সাজ্‌লো যারা আতুর দীন
তাদের কেনো গোপন কথা ব'ল্‌বে খুলে ? লজ্জাহীন ! ॥৩৪॥

নিঠুর তুমি, এম্নি কতো চ'ল্‌বে আরো জোর জুলুম
ব্যথা-কাতর হিয়ার পরে ? শান্তি ভরে একটি চুম্
দাওনা দিতে তোমার দেশে—সোণার ভূমি—তীর্থ-কূল,
তা' হ'লে আর বিঁধ্‌বে নাকো দুখের জ্বালা-বিষের হুল !

চাইনা আমি হৃদয় ক্ষতে লাগাও তুমি হিম-মলম
ব্যথার অমোঘ অস্ত্রধারে কাটার জ্বালা, আছিই ক্ষম
সইতে আমি ; ব্যথার ক্ষত ছিন্ন করি' নাইকো দুখ্,
তোমার হাতে আমার বুকে নিষ্ঠুরতা আজ হানুক ।

কেমন ক'রে সে কোন দিনে হৃদয়টীরে মোর হরণ
ক'র্‌লে তুমি ! তাইতো আমি মাগ্‌চি তব প্রেম-শরণ ।
শূন্য-ভরা কুটীরখানি, ফকির আমি নিঃস্ব ; তা'র
বিষয় ধনে আস্‌বে নাকো টহল দিতে চৌকিদার ।

শুন্‌চো নাকি তোমার তরে কালের নটা পায় ঘুঙর
চ'ল্‌চে ধেয়ে চপল গতি ? হাওয়ায় মেশে তাহার সুর ;
নিবু-নিবু আয়ুর বাতি কখন নিবে খোঁজ কি পাই ?
ভেতর দহে প্রেমের শিখা, কাফের হ'বার ভাব্‌না নাই। ॥৩৫॥

জীবন-ধাঁধাঁ প্রহেলিকা কেমন ক'রে বুঝ্‌বে বল,
হেথায় হোথায় যেথায় ব'লো কোথাও তা নয় সরল,
শক্ত অতি যেমন ভাবো মুক্তা-মাঝে ক'র্‌তে বিঁধ
হীরক-ফলা তীক্ষ্ণ ছাড়া ; নইলে সবই ব্যর্থ জিদ্ !

বুল্‌বুলি সে ফুলগুলিরে দোল্‌না দিয়ে ঝুলন্ খায়,
এসব দেখে' তোমার হিয়া কিসের তরে বিগ্‌ড়ে যায়
ফুলের গানে বেভুল হ'য়ে বেড়ায় ঘুরে গুল্-বিতান,
ঢাল্‌চে সুধা কণ্ঠ ভরি তাহার মিঠা সরস তান।

দুঃখ যতোই প্রবল হ'য়ে হান্‌চে বুকে নিঠুর শেল
সকল ব্যথা তুচ্ছ ক'রে হিয়া ততোই প্রেমোদ্বেল !
এসব ছাড়া চাইনা আমি অনেক কিছু ভাগ্য-দান,
নই 'জুলেখা' অতীত ভেবে মিথ্যা হবো আকুল প্রাণ !

গাফেল্ ওরে বুঝ্‌লি নাকো অমূল্য এ মরজীবন—
বৃথাই তাহা কালের স্রোতে চল্‌চে ভেসে রত্নধন।
বেহুশ্ সম গণ্‌চো আয়ু ?   আস্‌বে পরে ঘোর বিলাপ,
কাল্‌কে-আসা শিশুর মতো কেবল বকো ভুল প্রলাপ।

বৃথা তোমার অশ্রু-ধারা আজকে যাহা ক'র্‌চো পাত,
বিফল হেন বিলাপ করা, অনুতাপের নাইকো হাত !
মখ্‌ফী তুমি কিসের তরে ক'র্‌চো সাফা ধুলির পথ,
এপথ বেয়ে আস্‌বে কভু বারেক ভুলে সোনার রথ ?   ॥৩৬॥

দেখাবে আর সে কোন্ দিনে বোর্‌কা-খোলা রূপ আমায়
ঝল্‌সে দিয়ে নয়ন দু'টী তোমার দিঠি-ঝলক-ঘা'য় !
সকল নিশি কাঁদ্‌চি জেগে পাগল-সম অনর্থক,
আশায় দুলে বাড়াই বুকে কেবল তোমা দেখার সখ !

ইচ্ছা করে কেবল দেখি ; কোথায় দেখা পাচ্ছি তা'র ?
শূন্য-ভাতি দেউটি-সম ঘির্‌চে হিয়া অন্ধকার ;
নাইকো আশা, বিরাম কোথা আমার তরে একটী তিল ?
কোঁক্‌ড়া কালো কেশের ফাঁসে রইলো ঝুলে আমার দিল্ !

ফুট্‌তে নারে গোলাব-কুঁড়ি খেয়াল মতো গুল্-শাখায়,
আমার খুনে যদি না সে পাপ্‌ড়িগুলি তা'র রাঙায় !
মথ্‌ফী তুমি কোমল সুরে গাও না দু'টো প্রেমের গান !
আর যদি না পার্‌বে তবে চুপ্‌টি ক'রে থামাও তান—

নইলে কবে শব্দ শুনে আস্‌বে মৃদু গোপন পায়
শিকারী সে ; জালের মাঝে পড়্‌লে ধরা, নাই উপায় !
আর কী তখন মুক্তি পাবে ? ফেল্‌তে হবে দীর্ঘশ্বাস ;
শিথিল করো সাধ্য কি-বা তোমায়-ঘেরা প্রেমের পাশ ! ॥৩৭॥

পীযূষ ধারে তোমার গীতি বুল্‌বুলি সে গাচ্ছে আজ,
পতঙ্গ সে রেশ্‌মী ডানা তোমার রূপের বহ্নি-মাঝ
পোড়ায় সুখে ; দেখ্‌চো নাকি মন-পেয়ালায় উপ্‌চে যায়
স্পৃহা-মদির আকুল ছাপি ব্যাকুল কল-ব্যঞ্জনায় !

এক ফোঁটা নাই শান্তি-বারি, যা দিয়ে আজ এই অনল
বুকের মাঝে দহন-করা, বিনাশ ক'রে নিবাই বল্ !
হাত পা দু'টো তারাও বাঁধা—কেমন ক'রে রেহাই পাই—
তোমার কালো চিকুর দামে ; শিথিল করা সাধ্য নাই

মোহের বশে ঘুর্চো সদা, এমন করা ঠিক্তো নয় !
মখ্ফী তুমি মরুর বুকে রইলে ব'সে সব সময় ;
প্রেমের যতো গোপন বাণী কর্লে ভয়ে আজ প্রকাশ,
এখন তারি বিহিত তরে ক'র্তে হবে আত্ম-নাশ ! ॥৩৮॥

ঝল্সে দিতে পার্বে কি আর পতঙ্গ হে, আচম্কায়
ব্যাকুল তব পক্ষ দু'টি সকল-দহা প্রেম-শিখায় !
হিয়ার মাঝে শাহী মকান—জমকালো, সে রাজ-দালান,
প্রেমের বাতি তাহার কাছে তুচ্ছ অতি, নাইকো মান !

অশ্রুমালা—মুক্তাধারা নয়ন দু'টি আজ ছড়ায়
পূর্ণব্যথা শূন্য হবে মিথ্যা হেন সান্ত্বনায় !
রত্নগুলি এম্নি ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে পথের মাঝ
বেকুফ্ আমি কিসের তরে নষ্ট শত কর্চি আজ ?

দুঃখ-ভরা তিক্ত অতি দীর্ঘ আমার জীবন-গপ্,
পরাণ-প্রিয়ার বিরহে আজ কর্‌চি মিছে মোহের জপ্ !
আজ যদিও জীবন আমার শেষ ক'রেচে গান পথের
ফুরায় নাকো সুরের আভোগ, বাকী আজো রইলো ঢের !

বিলোল সাকী আর যদি না তোমার হাতে পাত্রটায়
খুশীর পানি একটুখানি আমার তরে রয় সেথায়,
বল্‌বো কি-বা ? আর না নেবো একটী বারও তোমার নাম,
আমায় ছাড়া সবায় তুমি বুকের ক্ষতে দাও আরাম !

প্রেমের গাথা একটী ক'রে অনেক গেয়ে গেলাম শেষ,
শতেক গাথা ব্যথায় জুড়ি রচি মরু-তৃষার দেশ।
বিরান্ হ'লো সকল হিয়া, শান্তিটাতো কথাই ঝুট্
বুকে হুতাশ-দাহন শ্বসে বিষের জ্বালা—গরল কূট্ !

প্রলয়-জলে জীবন-তরী মরণকালো হিম দোলায়,
দোল্‌না খেয়ে আজকে বুঝি শেষখানেতে উল্‌টে যায় !
আমার দেহ-মাটির দেশে লাগ্‌চে ধ্বসা-কূল-ভাঙন্,
নাচে মরণ-তুফান সেথা প্রলয়েরি ভীম নাচন !

মখ্‌ফী তোমার বুকের মাঝে কেবল যদি একটীবার
প্রেমের আলো ঝিলিক্ হানে বিনাশ করে অন্ধকার,
দেখ্‌বে—মরু ফুলেল্ হ'য়ে শ্বস্‌বে লাখো ফুলের শ্বাস,
ছুট্‌বে সেথা মলয়-সনে তোমার প্রিয়ার বুকের বাস্ ! ॥৩৯

আমার মনের এ-দাগ হ'তে ফস্‌কে যদি যায় নেকাব্
সবাই জেনে ফেল্‌বে ঠিকই আমার সবি মনের ভাব ।
ফুলের রাণী ঈর্ষানলে হয়তো হবে আধেক ম্লান
সেই সে রাঙা দাগের চেয়ে মলিন ভেবে অনেকখান !

সারা দিবস দীর্ঘশ্বাসে জ্বলচে বুকে সর্ব্বদাই
অনল-শিখা, যেথায় হৃদি মুহুর্মুহু হ'চ্ছে ছাই।
কোথায় থেকে হঠাৎ এসে বইলো জোরে দম্‌কা বায়
নিবিয়ে বুকে মশালখানি ছড়িয়ে শিখা সব জা'গায়!

আবাস ছেড়ে পালাই বনে অশেষ জ্বালা তিক্ততায়,
শিকারী সে বুঝ্‌লো সবি, ক'র্‌লো ধাওয়া তাও সেথায়!
লুকিয়ে ফিরি বিজন গিরি নীরব পুরি বন-কিনার
ছায়ার মতো প্রণয় পিছে, রক্ষা পাওয়া বিষম ভার!

প্রেমের ব্যাধি পাগল ক'রে শেষটা দেখি ছাড়বে ঠিক,
কল্‌জেটাতে বিঁধ্‌চে এসে তীক্ষ্ণ ফলা দুখের শিক্!
কেনো তবে ভাব্‌চি আমি—এ-দুখ থেকে পালিয়ে যাই!
অনেক-জানা অনেক-চেনা আমার এরা দোসর ভাই!

এই এখানে বিজন দেশে আমার যতো দুখের দিন
কাটিয়ে দেবো একলা ব'সে আপন মনে সঙ্গীহীন!
আমার ভাঙা দুখের ঘরে আসবে তুমি হায় অধীর!
আঁধার বুকে আর কি কভু প্রেমের আলো বাঁধ্‌বে নীড়!

বারেক তুমি উল্‌টে দেখো এ জীবনের উপন্যাস
দেখ্‌বে কালো মসি রেখায় রইলো আঁকা পাপের রাশ!
এজগতের দৈন্য সবি হয়তো আমার বিধান-ভাগ,
চিরকালের মতন তা'রা থাকুক সাথে, নাই বিরাগ!

মখ্‌ফী সুরা-পাত্র হ'তে মিল্‌বে নাকো সুখের লেশ,
তোমার ভালে দুঃখ লিখা, নাইকো কিছু তাহার শেষ!
শীর্ণ দু'টী নয়ন হ'তে ঝর্‌চে আজি রক্ত-জল,
দু'কূল ছেপে উঠ্‌চে দুলে উঠ্‌চে কেঁপে আঁখির তল! ॥৪০॥

হারানো সুখ আমার তরে আস্‌বে ফিরে ? ভুল স্বপন !
ওগো, আমার মুখর ব্যথা নীরব ক'রে দাও এখন !
দুখের কথা ব'ল্‌বো কারে ? দুঃখ যা তা আমার সব,
ঘরের কথা জান্‌লে পরে ক'র্‌বে কাণা-ঘুষার রব !

জমাট-বাধা আঁধার-মাঝে হারায় যদি আলোর খেঁই
হারায় যদি হারাক তাহা আমার তা'তে দুঃখ নেই ;—
কেউ যদি না আঁধার পথে দাঁড়ায় এসে প্রদীপহাত
দুখের আলো বক্ষে জ্বালি চল্‌বো একা আপন-সাথ !

জড়ায় তোমা এদুনিয়ায় রঙ-চঙে এ ইন্দ্রজাল
সব-হারা হে পরাণ আমার ; মিল্‌বে না এ তাবৎকাল
যাহার তরে মর্‌চো ঘুরে, অধীর তুমি হবেই শেষ
এম্‌নি ভাবে আশার আশে মিথ্যা ঘুরে দুখের দেশ !

কপট তোমার বন্ধু-কাছে কৃপার তরে পাত্‌চো হাত ?
বন্ধু তোমার এন্‌কা-সম উড়্‌লো নভে অকস্মাৎ !
জীবন-ক্ষেতে গজায় নাকো সুখের তাজা সবুজ ঘাস
চিরদুখের বীজ ছড়িয়ে ক'র্‌চি অপমানের চাষ !

কেমন ক'রে রক্ষা পাবো, কঠোর সে যে রোজহাশর !
সেথায় তোমার মোহন ছবি-রূপটী সবে দেখ্‌লে পর—
আমরা খাঁটী প্রেমিক, তবু বল্‌বে, যে এ-মূর্ত্তি পায়—
কাফের হবে, সঠিক জেনো—যদি কভু শির নোঁয়ায় !

সাগর-ভরা অশীষ-জলে জীবন-তরী দোদুল্ দুল্
ভাস্‌চে কভু, দুল্‌চে শত চপলগতি শূন্য-কূল।
তাহার বুকে ঝাপ্‌টা হেনে' হঠাৎ যবে লাগ্‌চে ঝড়
ঘূর্ণিবাতে সাগর-জলে তুফান নাচে নিরন্তর !

অঝোর-ঝরা নয়ন দু'টী এখন হেন সুপ্তিময়
চোখের জলে ; মখ্ফী ওগো তোমার ধরা আঁধার নয়,
গোলাব-কুঁড়ি কাঁটায় ফোটে দেখ্‌চে তাহা সর্ব্বজন,
দুখের দুলে সুখের কলি ফুট্‌বে জেনো, ব্যাকুল মন ! ॥৪১॥

দীনের খোদা ভক্তজনে দিয়োনাকো দুঃখ আর,
বুকে ভোগের পিয়াস-জ্বালা মিটাও তুমি আজ সবার !
ব্যথার বিষে পূর্ণ-করা জীবনের এ পাত্র মৃৎ ;—
ধর্‌বে কিসে নতুন ক'রে দুঃখ দিলে এম্‌নি নিত্ !

আর পারিনে সইতে আমি বিরহেরি ব্যথার দান,
বক্ষভরা বিষের জ্বালা ; এখন দু'টো আশার গান
শোনাও মোরে শোনাও তুমি ; নইলে দেখো এই নিমেষ
নিবেই যাবে আয়ুর শিখা হয়তো এতো জ্বালার শেষ !

বধির খোদা, তোমার তরে মোদের এতো হাম্‌দ্ নাত্ !
সদয় হ'য়ে মুক্ত করো, প্রণয় পাশে বদ্ধ হাত।
যেমন তুমি মুক্তি দিলে 'কেনান্'-শশী ইউসুফের
কুণ্ড হ'তে, তেম্‌নি মোরে রক্ষা করো ; ভাব্‌চো ফের ?

নয়ন বেয়ে অশ্রু ঝরে, নাইকো মানা—খুব ঝরুক্ ;
উৎস যাহা সজল করে ওদের, আজি শুষ্ক মুখ।
দয়াল্ আমি তোমার হাতের একটিমুঠি ব্যথার খাক্
তুমি আমার জীবন-স্বামী, আর যা কিছু ভুল্ বেবাক্।

মোর কামনা-কুঞ্জ-মাঝে ফুট্‌চে শত আশার ফুল
সবুজ ছায়ার অন্তরালে গাচ্ছে দেখো সে বুল্‌বুল্।
যে জন খোদা সবি পারে—অগ্নি তারো শিখার মাঝ
মানুষ-দেহ রক্ষা ক'রে পরায় তা'রে ফুলের সাজ ; ॥৪২॥

হৃদয় আজি গুম্‌রে ওঠে আবার বলো কোন ব্যথায় ?
গভীর ঘন একটি রেখা রঞ্জিত সে রক্তিমায় !
আবার কেনো বাদল নেমে সজল করে ফাগুন দিন !
কাঁদ্‌চে কেনো কাজ্‌লা সুরে বাদ্‌লা বায়ে পরাণ-বীণ্ !

নিঙ্‌ড়ে তাজা কল্‌জে থেকে রক্ত ঢেলে ক'র্‌চি শেষ,
কুটিল বাঁকা দীর্ঘ পথে ঘুর্‌চি একা দেশ বিদেশ।
সুখের আলো-ওড়্‌নাখানি ধর্‌বো ভাবি—কতই আশ !
রইনু পড়ে দুখের শত আঁধার-ভরা পথের পাশ !

বুকের জ্বালা শান্ত হ'লো। নতুন ক'রে আমার চোখ
ঢাল্‌চে তোমার আগম-পথে চাওনি-খর রূপ-আলোক !
তোমার তবে এসব দেখে আমার 'পরে কিসের রাগ ?
নার্গিসী-গুল নয়ন হ'তে ঝরাও দিঠির লাল পরাগ

কোন্ গোপনে কেমন ক'রে ভাঙ্‌লে তুমি বুকের খিল্!
করলে চুরি কেমন ক'রে সদা-জাগর আমার দিল্!
এখন শুধু এই মিনতি—নাওগো তুলে নাও 'সেতাব্'
তোমার রাঙা বদন থেকে আড়াল-করা ওই নেকাব্! ॥৪৩॥

কাবার ছবি বক্ষে আঁকি' আকুল-আঁখি হজ্-পথিক
লঙ্ঘি' মরু সাগর নদী বেভুল্ চলে প্রেম্-বাতিক ;
তীর্থ-ক্ষুধা তা'র কি মিটে, পূর্ণ কি হয় আকিঞ্চন ?
সেই সে কাবা-ছবির 'পরে রইলে মোড়া আচ্ছাদন ?

মুশ্‌কী কালো ঢেউ-খেলানো চিকণ-ঘন চুল্-অলক
রাখ্‌চে ঢেকে নিরাশ ক'রে তোমার মুখের রূপ-ঝলক্!
বঞ্চিত এ নয়ন দু'টি দৃষ্টি হানে ব্যর্থতায়,
বুকের তলে গুম্‌রে ম'রে এ মোর হিয়া প্রেম্-ব্যথায়!

ভোগের পথে ছুট্‌চে যারা রোগের তাদের অন্ত নাই,
বিবেক তুমি চরণ তাদের সবল ক'রে দিচ্ছো তাই !
তোমার কাছে চাইনে কৃপা, কাঁটা-খোঁচার নির্য্যাতন—
পথিক-হিয়া তাহার তরে তাহাই সুধা সঞ্জীবন !

এম্‌নি ভাবে কাট্‌চে কতো ঘুম-না-জানা হাজার রাত
তোমার তরে একলা বসি' বিজন তোমার স্মৃতির সাথ ;
পরাণ ছেপে অশ্রু ঝরে, তাতেও তবু তৃপ্তি নাই,
এসব জ্বালা কোথায় রাখি ? খাহেশ্ আমার—মুক্তি পাই !

ভাগ্য-লিপি খুল্‌তে গিয়ে নখরগুলি ছিন্ন-ভিন্ ;
দিনেক্ পরে দেখ্‌বো খুলে আস্‌বে কি আর এমন দিন !
চোখের পানি শারাব লোনা সবার সেরা মদ তাহাই—
প্রিয়ার লাগি' বন্ধুজনে পান্থবাসে আজ বিলাই।

তোয়াজ্ ক'রে আপান রচি' সবাই করে মদির পান,
বন্ধু-সাথে হল্লা করি' গাচ্ছে নব সুরার গান।
দুখের জ্বালা মোহনমালা তাহাই দেখো দিনান্তর
নিতুই নব কেমন দোলে আমার হিয়া-কণ্ঠ'পর !

প্রেম্-বিলাসী মিট্‌বে আজি তোমার যতো স্বপ্ন-সাধ ;
নাইকো তা'তে নাইকো কিছু নিঠুর বিধি-বিসম্বাদ !
জাম্‌শেদেরও ভাগ্য হ'তে তোমার আজি উচ্চ-শির,
শক্ত-ডানা এন্‌কা-সম মুক্ত তব আত্মাবীর !

দুখের শূলে বিদ্ধ হ'লো বিশ্বাসী যে সত্যিকার
তোমার তরে ; কইতো দেখি, জুট্‌লো নাকো ভাগ্যে তা'র
খুশীর সুরা, আজ্‌কে যাহা রঙীন্ করে আমার মন,
নয়ন'পরে বুলায় যাহা প্রিয়ার তনু-রূপ-স্বপন !—

কইতো তা'দের কণ্ঠেতে নাই এম্‌নি তাজা একটি গান,
যা:দিয়েঁ আজ জুড়াই আমি দীর্ণ ভাঙা পরাণ খান !
স্বাদ পেলোনা আজকে তা'রা প্রেমের সুধা—তা'র খানিক্
বন্ধু যা'রা একই পথে ছুট্‌লো সাথে দিগ্‌বিদিক্ !

লাল্‌চে-রাঙা গণ্ড-আভা নয়ন-নীরে আজ বিমল
প্রভাত-ফোটা ফুলের মতো, গাত্রে ঝরে শিশির-জল !
তোমার হিয়ার মর্ম্ম-কোষে প্রেমের মধু মঞ্জুবন,
তাহার তরে এ মন-অলি সদাই করে গুঞ্জরণ !

অশ্রুজলে পূর্ণ হ'লো সুখের সুধাপাত্রখান
মুকুরে যা'র উঠ্‌তো হেসে বিশ্বছবি দীপ্তিমান !
ছোট্ট খাঁচা কানন ভাবে পিঁজ্‌রা-পোরা বন-বিহগ,
সত্যিকারের মুক্তিটা কি, তাহার চোখে নাই পরখ্ ;

পরাণ আমার প্রবীন জ্ঞানী বুঝ্‌চে কতো তা'র অধিক !
মুক্তি স'রে আস্‌বে কাছে, পায়ে শিকল বেদন্ দি'ক !
মখ্‌ফী তুমি আর ভেবোনা, সাহস ভরে বাঁধোই বুক,
বেরিয়ে পড়ো প্রেমের পথে, দিয়েই দেখো কপাল ঠুক্ !

সাম্‌নে চলো, পিছন ফিরে চাইবে নাকো একটিবার !
দেখ্‌বে, আগে দেউল খাড়া সদাই খোলা দুয়ার তা'র ;
রাখ্‌বে মাথা তাহার 'পরে, তোমার প্রিয়া তাহার মাঝ্
তোমার সনে মিলন-তরে বিরাজ করে সকাল সাঝ ! ॥৪৪॥

যে-পথ বেয়ে আরাম মেলে সে-পথ-চলা আমার নয়,
ঘৃণা-অপমানের পথে চল্‌তে হিয়া তুষ্ট রয় !
এ দিল্ হ'তে ছুট্‌বে এতো ক্ষুরের ধারে রঙীন খুন্,
হাশর-দিনে মরুর বালু উঠ্‌বে রেঙে সেও দ্বিগুণ !

রঙীন্ নভঃ লজ্জা পাবে সে-রঙ দেখে খুন্-খারাব,
স্বর্গ সেও অন্ধকারে দেবেই ফেলে মুখ-নেকাব্ !
অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হ'য়ে বিন্দু ভ'র—
কলঙ্ক যা যাবেই ধুয়ে—ঝর্‌লে হিয়া-ব্যথার লোর !

সেদিন খোদা সদয় হ'য়ে আমার গোনা কর্‌বে মাফ্।
আমার যত পাপের কালি হ'বেই তাহা হবেই সাফ্।
এ-জগতের বাঞ্ছা-তরু অন্ধকারে গাড়্‌চে মূল,
তাহার শাখে পাপের মেওয়া রাত্র দিবা খাচ্ছে ছুল্ !

হাজার রাজার রাজ্য ভবে কিন্‌চো তুমি, কিসের লোভ ?
মনের খুশী তুষ্টি দিয়ে ? বাড়্‌বে শেষে দুঃখ ক্ষোভ !
জাঁকজমকে থাক্‌লে বটে, দু'দিন পরে বুজ্‌লে চোখ,
কোথায় র'বে অশ্ব-গজ-পা'ক-পেয়াদা-সিপাইলোক ?

এ বুক হ'তে খালাস্ দিয়ে ক'র্লে পরে নিশাস্ পাত,
মরুর বুকে তুফান তুলে নাচ্‌বে কালো ঘূর্ণিবাত ;
মখ্‌ফী তুমি চাও কি শেষে খোদার কাছে মুক্তি-দান ?
দু'হাত দিয়ে রাখ্‌বে ধ'রে উপরোধের আঁচলখান ! ॥৪৫॥

বন্ধু সবে বারণ করো, নইলে দেখো সব বেফাস্—
পাগল আমি—কর্‌বো সবই—খোদার যতো তথ্য খাস্ !
প্রেমের ক্ষুধা-শিখায় পুড়ে' গল্‌চি আমি স্ফটিক্ মোম্,
বুকের তলে পাষাণ হিয়া হয়নাকো যে তাও নরম !

সুনাম সবই মলিন হ'লো, দেখ্‌চো নাকি হায় চতুর !
তোমার তরে সব হারিয়ে বিত্ত-হারা আজ ফতুর ;
দেউলিয়া এ সর্ব্বহারা খোরাক্ ব'লে আধ্‌লা পাই,—
বাদ্‌শা আমি ? হায়রে দশা ! সঙ্গে পুঁজি তাও যে নাই ॥

জীবন-তরী দিলাম খুলে হুতাশ-ভরা সাগর-মাঝ,
হয়তো মোরে ডাক্‌বে প্রিয়া মিলন-তটে মৌন-সাঁঝ !
আশার রশি নিলাম তুলে, ভাগ্য কাছে মান্‌চি হার ;
হাল ছেড়ে দে' রইনু ব'সে, খেয়ারি মোর কর্‌বে পার !

ফাগুন সেও বিদায় হ'লো একটি ঝরা ফুল শেষের
মাথায় গুঁজে ; ফুল-কাননে নাইকো সাড়া বুল্‌বুলের !
উন্মাদনা ! আবার কেন ? এখন ছেড়ে দাও আসান,
মনের খুশি ! আদাব লহ, ফুরিয়ে গেল ফাগুন-গান !

যা' ছিল মোর আপন-কিছু দিলাম করে সব উজাড়
বিরহেরি দারুণ শোকে চরণ-তলে মোর প্রিয়ার।
এখন তুমি বল্‌তে পারো ভাগ্য ওহে সর্ব্ববিদ্,
গভীর জ্বালার নিশীথ্‌ রাতে আস্‌বে চোখে মরণ-নিদ্ ?

বাদ্‌শা, তুমি শিক্ষাগুরু, দেখ্‌চো বুঝে ভবের ভাব ?
মানুষের এ ভাগ্য-পটে শুধুই লেখা ক্ষতির লাভ।
সেকান্দারের মস্ত বড়ো বাদ্‌শাহী ও রাজ্যভার
কোথায় গেল ? মীর্জ্জা 'দারা' হায় সে ভোলা রাজ-কুমার !

পানের দিনে বন্ধুরা সব মনের সুখে দল পাকায়,
মখ্‌ফী, একা দুখের পথে বিরস মনে চল্‌চো হায় !
চরণ দু'টি জড়িয়ে আসে, দেহের ভারে ধীর-অলস
মরুর পথে, নাইকো কোথা একটি ছায়া হিম-পরশ ! ॥৪৬॥

ফুল-বাগানে ফুর্‌ফুরিয়ে স্ফূর্ত্তি এসে মলয় বায়
ঘুমিয়ে আছে ফুল কুঁড়িটি, কাণের কাছে বল্‌চে তায়—
'জল্‌দি জাগো, ওই এলো সে' ; চরণ শুনে ফুল তখন
আধ্-লালিমা-ঘোমটা খুলে ক'র্‌লো আঁখি উন্মীলন।

ঘোম্‌টাখানি দাও সরিয়ে যাক্‌না দেখা চাঁদ-বদন
ঝুর্‌বে নাকো তা' হ'লে আর ইউসুফেরি শোক-নয়ন
কেনান্ চাহি ; দেখ্‌লে তোমার মন-মাতানো রূপ-পুতুল
ভালোবাসার সকল কিছু তোমায় দেবে সব বেভুল ।

এমন্ কোনো ওষুধ্ আছে আমার মনের রোগ-নাশক
তোমার রূপের স্বপ্ন ছাড়া ? তুমিই যে গো তা'র ভিষক্ !
হেথায় শুধু অকারণেই আরাম খুঁজে পরাণ যায়,
ক্ষতের জ্বালা সইতে নারি বিভোর হিয়া যন্ত্রণায় !

নয়ন-পথে আর কি আসে তীর-খাওয়া সে বন্-হরিণ ?
নাভির সুবাস-আভাস দিয়ে ঘুরায় বনে সকল দিন ।
তেম্‌নি তোমা ধর্‌তে নারি ; তোমার তাজা অলক-বাস্—
ওগো আমার চপল মৃগ, করে যে মোর মন উদাস !

মখ্ফী তুমি আমোদ করো আজ্‌কে তোমার খুশীর দিন,
তোমার প্রিয়া-চরণ-তলে রাখো তোমার গানের বীণ্
সোহাগভরে ; আর যদিবা বেভুল হ'য়ে এম্‌নি গান
গাইতে পারো গেয়েই চলো ; আজ্‌কে তুমি ভাগ্যবান ! ॥৪৭॥

তোমার কালো দীঘল্ চোখে হঠাৎ যদি দিঠির তেজ
ক্রোধের তাপে বেড়ে উঠে বিনাশ করে খোশ আমেজ,
ফুল-ফোটানো ঘুম-পাড়ানো বীজন-করা মলয় বায়
সেই সে দিঠির ঝালস খেয়ে' কাতর হ'য়ে মূর্চ্ছা যায় !

শক্ত-বাহু স্বরূপ-তনু খিজ্‌র্-সম আত্মা যা'র
পান করে সে চিরন্তনী জীবন-সুধা দ্রাক্ষা-সার ;
সু-বীজ বুনে আবাদ করো মানব-আয়ু-ঝর্‌না-তল,
ভাব্‌না কিছু রাখ্‌বে নাকো ভবিষ্যতের কর্ম্মফল !

শরীফ ঘরে জন্ম নিয়ে তোমার মতো রাজ্যজয়
কেউ পারেনি কর্‌তে এতো, তাদের যা তা গণ্য নয় !
তোমার দেহে স্বর্গ ঝরে শুভ্র ধারা রূপ-তরল,
হুর্‌-পরীরা মর্ত্ত্যে নামে দেখ্‌তে সেরূপ সুনির্ম্মল !

বাঞ্ছা ত্যজি' বরণ করে নিলাম আমি লাঞ্ছনায়
ঠক্‌নু শুধু বেকুব্‌ ব'নে মিথ্যা আশা বঞ্চনায় !
বুঝ্‌চি আমি তোমার সনে চতুর বিধি ফন্দিবাজ্‌
যুক্তি ক'রে পরাজয়ের লিখন লিখে ভাগ্যে আজ।

মখ্‌ফী দেখো জীবন-নদী চপল সদা তাহার জল,
মানব-আয়ূর দিনগুলি সব ঝর্‌চে তাহে, লভ্‌চে তল।
তূষ্‌বে তা'রে যেজন এলো তোমার দ্বারে স্ব-ইচ্ছায়
যেমন পারো, আস্‌বে না আর হয় যদি সে আজ বিদায় ! ॥৪২॥

বিশ্বজনে পাগল করে ভোম্‌রা-কালো মাথার চুল,
পবন-দোলে চপল হ'য়ে দোছল্ দোলে বেণীর ছুল!
সবাই দেখে' মুগ্ধ হ'লো, ওগো আমার ছুখ্-নিদান!
আর না যেনো প্রেমিক তরে করে নতুন ছঃখ দান!

শান্তি-ভরা ক্লান্তি-হরা তোমার প্রেমের বিরাম-দেশ,
সেথায় গিয়ে না পায় যেন প্রেমিকেরা ছঃখ ক্লেশ।
নই পাপিয়া পুষ্প নহি; বাঞ্ছাহত হতাশপ্রাণ—
গেলাম উড়ে কানন হ'তে কেবল গেয়ে ছুখের গান!

প্রিয়ার বাগে চপল পায়ে জল্‌দি ক'রে যাও মলয়
আমার প্রীতি-করুণলিপি বহন ক'রে; নাই সময়!
বল্‌বে চুপে আমার কথা, আর যদি সে নিদ্রা যায়
আমায় ভুলে; আস্‌বে ফিরে বল্‌বে নাকো কিছুই তায়!

তোমায় ছেড়ে নির্ব্বাসিত। আমার চেনা পথের গান
চল্‌চি গেয়ে, বাত্যাহত বেণুর মতো কম্পবান।
হুতাশ লয়ে মনের ব্যথা বন্দী করি বুকের মাঝ্,
তোমার তরে মোর দেহটি হেথায় ফেলে গেলাম আজ! ॥৪৯॥

তাহার পথে রইবো ব'সে, চরণ-ঝরা সোনার খাক্
পর্‌বো চোখে, তাহাই হবে আমার তরে সুর্ম্মা পাক্।
সেথায় আমি র'ইবো ব'সে চুম্‌তে রাঙা দুই চরণ
স্বর্গ-দূতের পাখার ম'তো চপল তাহা অনুক্ষণ্!

রাজার কাছে ভক্ত সেবক পেলে যেমন খেতাব্-পোশ
বুকে তাহার সদাই কাঁপে কষ্টে-পাওয়া সুনাম-জোশ্!
তেম্‌নি আমার আত্মা আজি সঘণ ফেলে দস্ত-শ্বাস্,
যদিও তা'র স্কন্ধে ঝুলে দুখের চীর জীর্ণবাস্।

বৈরী ওহে পার্শ্বচারী, কর্‌লে মোরে বিপুল জয়,
পিঠের দাঁড়ি পড়্‌চে বেঁকে পশ্‌রা বয়ে—দুখ্‌নিচয় ।
ফির্‌বো আমি ব্যথার পথে ? যে পথ বেয়ে বন্ধু সব
কেবল ফাঁকা মর্‌লো ঘুরে ; মিলন হ'লো অসম্ভব !

আমার গেহে কাঁপন দিয়ে লাগ্‌চে এসে ঘোরতূফান
গভীর ভিতে কাঁপন লাগে, বাজ্‌চে সদা ঘুর্ণিগান !
কুলায়-ফেরা বিহগ আমি, দেখ্‌চি এসে মোর ভবন—
তূফান তা'রে ক'রেচে হায় প্রলয়-জলে নিমজ্জন !

নিকষমণি রত্ন যাহা বেচ্‌বে কেনো ছয় কড়ায় !
নাই কি কেহ বন্ধু হেন যত্ন ক'রে রাখ্‌তে তায় ?
চপল-হিয়া বুল্‌বুলি সে, ওগো আমার ফুল-রাজন্ !
তোমার তরে আকুল সদা পাগল ভোলা অকিঞ্চন !

দেমাগ্ ভুলে রাজার রাজা উজান টানে রথের ডোর,
ভিখারী সে পথের মাঝে রইলে ব'সে দুখ্-বিভোর ;
ধন্য তুমি মখ্‌ফী ওগো—বেদন্-গুণী, তোমার গান
অমর র'বে, বিশ্বমাঝে, মর্‌জগতে অমর দান! ॥৫০॥

তামাম্ শোদ্

কুঞ্জিকা

দীওয়ান্—গজলের সমষ্টি

হাম্‌দ্‌-নাত—খোদার প্রশংসা

মন্‌সুর—আরব মহর্ষি

নোহ্—Noah

সোলেমান্—King Solomon

মখ্‌ফী—কবির Nick name. মখ্‌ফী শব্দের অর্থ ছদ্মবেশী

খিজ্‌র্—Angel of immortality

সিজ্‌দা—প্রণতি

দায়ূদ—David

ইয়াকুব—Jacob

সিনাই—সিনাই পর্ব্বত। এখানে Lord Moses স্বর্গজ্যোতি লাভ করেন।

কায়কোবাদ—পারস্যের সম্রাট

জাম্‌শেদ্—পারস্যের প্রতাপশালী সম্রাট

ইব্রাহিম—Abraham

মুসা—Moses
আসা—যষ্ঠি
ইয়ুফ্—Joseph
সেকেন্দার—Alexander
হাতেমতাই—আরবের মহাপ্রাণ দানবীর
তস্‌বি—জপমালা
বাহার—বসন্তকাল
দাস্ত—প্রান্তর
মসিহ্—Messiah
কেব্‌লা—মক্কাগৃহ
এন্‌কা—Phœnix bird
আয়ুব—Job
জুলেখা—বাদ্‌শাজাদী। ইনি স্বপ্নে ইয়ুফের প্রেমে
পড়েন
কেনান্—Canaan
সেতাব—শীঘ্র

গ্রন্থকারের অপর তিনখানি বই

শীগ্‌গীর বেরুবে

১। নীড়-হারা (উপন্যাস)

২। শাপ্‌লা (কবিতার বই)

৩। ফুল-কুঁড়ি (ছোটোদের কবিতা)

প্রাপ্তিস্থান :—

মোহাম্মদী বুক এজেন্সী

৯১ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

